www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

হাকীকতে

মিলাদে মুস্তাফা

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম

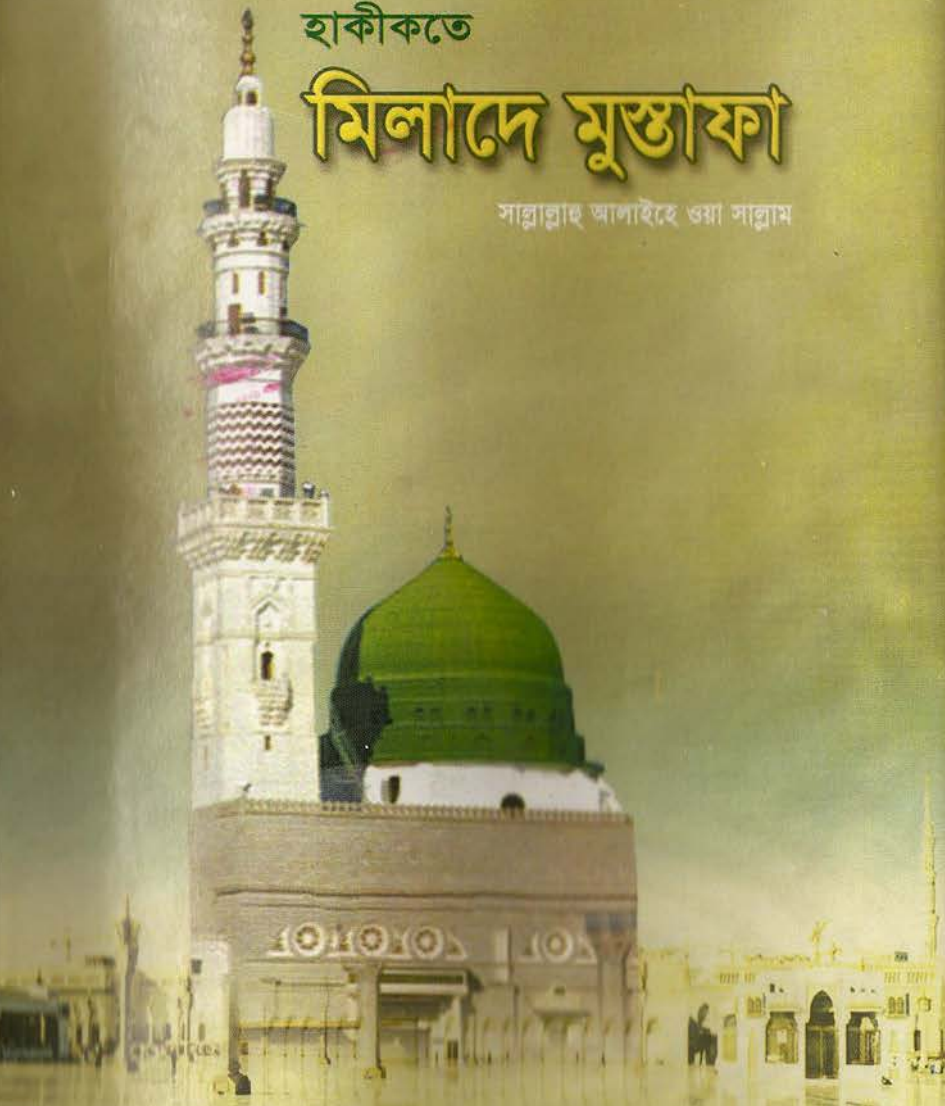

মুহাম্মদী কুতুব খানা

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রকাশনায় ❑ মুহাম্মদী কুতুবখানা
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ২০০৩ইং
পুনমুদ্রণ - আগষ্ট ২০০৬ইং
পুনমুদ্রণ - ১৫ অক্টোবর ২০০৮

হাদিয়া ঃ ৬০ টাকা

কম্পোজ ❑ এনাম প্রিন্টার্স এন্ড কম্পিউটার
৩৯, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
মোবাইল ঃ ০১৮১৭১০৪

মুদ্রনে ❑ আনন প্রেস
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উৎসর্গ

দোজাহানের বাদশা, আল্লাহর হাবীব, আমাদের আকা ও মাওলা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর নূরানী কদম মুবারকে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রকাশকের কথা-	১
নূরে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বর্ণনা-	৬
মিলাদ-	১৯
মিলাদ শরীফে কিয়ামের বর্ণনা-	২৪
মিলাদ ও কিয়ামের বিভিন্ন নিয়ম-	২৬
হয়াতুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর উপর দরূদ ও সালাম-	৩৫
কতিপয় বিশেষ দরূদ শরীফ-	৪২
কতিপয় জরুরী আমল ও চিকিৎসা-	৪৫
এলেম ও এর প্রয়োজনীয়তা-	৫৪
মূর্খ লোকদের সোহবত ত্যাগ-	৫৬
তাসাউফ-	৫৭
তাকওয়া-	৫৯
পবিত্রতা-	৬০
ফকীর-	৬১
বায়াত-	৬২
সূফীবাদ-	৬৫
শরীয়ত, তরিকত, মারেফাত-	৬৬
হাকীকত-	৬৭
ইসলামী আকিদা-	৬৮
কতিপয় হামদ ও না'ত-	৭১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রকাশকের কথা

মিলাদ মাহফিল তথা মিলাদে মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এক মহা বরকতময় ও ফযীলতপূর্ণ অনুষ্ঠান। সারা বিশ্বের মুসলমানগণ সারা বছরব্যাপী নানা ভাবে এ অনুষ্ঠান উৎযাপন করে থাকেন। আমাদের বাংলাদেশেও এ অনুষ্ঠান খুবই জাঁকজমক সহকারে পালিত হয়। বিশেষ করে রবিউল আউয়াল মাসে সমগ্র বাংলাদেশে মিলাদ মাহফিলের ধুম পড়ে যায়।

জনাব মুহাম্মদ ইকবাল সাহেব বিভিন্ন বই পুস্তক ঘেটে এ বইটি প্রণয়ন করেন। এতে তিনি মিলাদ মাহফিলের তাৎপর্য, মিলাদ শরীফ উৎযাপনের ফযীলত এবং আমাদের দেশে প্রচলিত মিলাদ মাহফিলের কয়েকটি পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করেন।

সাধারণ পাঠকদের খুবই উপকারে আসবে মনে করে আমরা বইটি প্রকাশ করলাম। আশা করি আমাদের এ প্রয়াস বৃথা যাবে না, পাঠক মহল নিশ্চয়ই উপকৃত হবেন।

– প্রকাশক

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নূরে মোহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর বর্ণনা

নূর শব্দের আভিধানিক অর্থ– আলো, চাকচিক্য ও উজ্জ্বল।

নূর দু'প্রকার ঃ (১) ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য আলো (Visible Light).

(২) ইন্দ্রিয় অগ্রাহ্য আলো (Invisible Light).

* ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য আলো (Visible Light) চোখে দেখা যায়। যেমন ঃ সূর্যের কিরণ, প্রদীপ এর আলো, বিদ্যুৎ এর আলো, ইত্যাদি।

ইন্দ্রিয় অগ্রাহ্য আলো (Invisible Light) চোখে দেখা যায় না। যেমন ঃ X-RAY, GAMARAY, FAR ULTRAVIOLET, COSMIC RAYS, ইত্যাদি।

পবিত্র কোরআন মজিদে বর্ণিত আছে– 'পবিত্র কোরআন মজিদ নূর', 'ইসলাম নূর' ইত্যাদি। এ গুলোকে চক্ষু বা দৃষ্টি অনুভব করতে পারে না কিন্তু বিবেক বলে দিতে পারে– ইহা নূর বা আলো। পবিত্র হাদিস শরীফে বলা হয়েছে- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আল্লাহুর নূর, পবিত্র কোরআন মজিদেও বলা হয়েছে-নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নূর।

আরবী ব্যাকরণ মতে "মাছদার" এর প্রথম অস্তিত্বের নাম হলো "মাজি মোতলাক" যা মাছদার হতে সৃষ্ট। আবার সমস্ত ছিগা ঐ "মাজি মোতলাক" হতে নির্গত। সুতরাং মাজি মোতলাক "মাছদার" এর প্রথম অস্তিত্ব এবং অবশিষ্ট অন্যান্য ছিগা সমূহ পরবর্তীতে সৃষ্ট।

অনুরূপ আল্লাহ তায়ালা সমস্ত তাজাল্লীর কেন্দ্রবিন্দু। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রথম তাজাল্লী এবং অন্যান্য সৃষ্ট জগত তাঁরই তাজাল্লীর আলোকে সৃষ্ট।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর দেহ মোবারক ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ভাবে (Visible) নূরানী ছিল, যা তাঁর সাহাবাগণ এবং স্ত্রীগণ স্বচোখে অবলোকন করেছেন। যেমন শামায়েলে তিরমিজি শরীফ এর মধ্যে হিন্দ ইবনে আবু হালা হতে এক দীর্ঘ হাদিস বর্ণিত হয়েছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অতীব সম্মানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর পবিত্র চেহারা মোবারক চৌদ্দ তারিখের পূর্ণ চন্দ্রের মত ঝকঝকে উজ্জ্বল ছিল।

হাকিম তিরমিজী রচিত "নাওয়াদেরুল উলুম" নামক কিতাবে হযরত জাকওয়ান হতে বর্ণিত– রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর ছায়া মোবারক চন্দ্র এবং সূর্যের আলোতে দৃশ্যমান হত না।

কোরআন মজিদের ঘোষণা ঃ

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ

(সূরা মায়েদা, আয়াত নং–১৫)

অর্থাৎ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট হতে তোমাদের কাছে এসেছে নূর এবং স্পষ্ট এক কিতাব।

এই পবিত্র আয়াত সম্পর্কে জগৎ বিখ্যাত তাফসীরকারকদের মতামত শুনুন ঃ

(১) তাফসীরে জালালাইন শরীফে বলা হয়েছে যে, উক্ত আয়াতে নূর দ্বারা নূরে মোহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে।

(২) তাফসীরে সাবীতে বলা হয়েছে যে, অত্র আয়াতে আল্লাহ তায়ালা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এ কারণেই নূর বলেছেন যে, তিনি দৃষ্টি শক্তিকে আলোকিত করেন আর তিনি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য আলো (Visible Light) ও ইন্দ্রিয় অগ্রাহ্য আলো (Invisible Light) উভয় প্রকার আলোর মূল।

(৩) উক্ত আয়াত সম্পর্কে তাফসীরে খাজেনের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে, এখানে নূর অর্থ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম।

(৪) তাফসীরে মাদারেকে উল্লেখ আছে যে, এখানে নূর দ্বারা নূরে মোহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৫) তাফসীরে "ইবনে আব্বাছ তনবীরুল মিকয়াছ" এ বর্ণিত রয়েছে যে, তোমাদের নিকট আল্লাহর নূর অর্থাৎ মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এসেছেন।

(৬) তাফসীরে রুহুল বয়ানে বর্ণিত আছে যে, প্রথমটি অর্থাৎ নূর দ্বারা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এবং দ্বিতীয়টি অর্থাৎ কিতাবুন মুবীন দ্বারা কোরআন মজিদকে বুঝানো হয়েছে।

হাদীস শরীফের ঘোষণা ঃ

(১) হযরত আব্দুর রাজ্জাক এর "মছনদে" হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, একদিন আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্যে কোরবান হউক। আপনি আমাকে বলে দিন যে, সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করার আগে আল্লাহ পাক কোন্ জিনিস পয়দা করলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন, হে জাবের! আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমস্ত কিছু সৃষ্টি করবার পূর্বে নিজ নূর হতে তোমার নবীর নূরকে পয়দা করলেন। তারপর সেই নূর আল্লাহ পাকের মর্জি মোতাবেক বিচরন করতে লাগল।

সেই সময়ে লাওহে মাহফুজ, কলম, জান্নাত, জাহান্নাম, ফেরেশতা, আসমান, জমীন, সূর্য, চন্দ্র, জ্বিন, ইনসান কিছুই ছিল না। কেবল আল্লাহ পাক ছিলেন এবং নূরে মোহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নির্দেশে বিচরন করছিলেন।

এরপর যখন আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি জগত পয়দা করতে মনস্থ করলেন, তখন সেই নূর মোবারককে চার ভাগে বিভক্ত করলেন। (১) প্রথম ভাগ হতে কলম, দ্বিতীয় ভাগ হতে লাওহে মাহফুজ, তৃতীয় ভাগ হতে আরশে আজীম পয়দা করলেন (২) এরপর চতুর্থ ভাগকে পুনরায় চারভাগে বিভক্ত করে প্রথম ভাগ হতে আরশে আজীম বহনকারী ফেরেশতা মন্ডলী, দ্বিতীয় ভাগ হতে কুরসী, তৃতীয় ভাগ হতে অন্যান্য ফেরেশতাদেরকে পয়দা করলেন। (৩) তারপর চতুর্থ ভাগকে পুনরায় চারভাগে বিভক্ত করলেন। তার প্রথম ভাগ হতে আকাশ-মন্ডল, দ্বিতীয় ভাগ হতে ভূমন্ডল, তৃতীয় ভাগ হতে জান্নাত এবং জাহান্নাম পয়দা করলেন। (৪) তারপর

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

চতুর্থ ভাগকে পুনরায় চার ভাগে বিভক্ত করলেন। তার প্রথম ভাগ হতে মোমেন বান্দাহদের চোখের নূর, দ্বিতীয় ভাগ হতে মোমেন বান্দাহদের কলবের নূর (ইহাই আল্লাহর মারেফাত) এবং তৃতীয় ভাগ হতে মোমেন বান্দাদের ভালবাসার নূর, (ইহাই তাওহীদের মূল) পয়দা করলেন। (৫) এরপর তার চতুর্থ ভাগকে পুনরায় চারভাগ করে পর্যায়ক্রমে সমস্ত সৃষ্টি পয়দা করলেন। হাদিসটি ইমাম বায়হাকী স্বীয় "দালায়েলুন্নাবুয়াত" নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন।

(২) আহমদ, বায়হাকী এবং হাকেম বিশুদ্ধ সনদ দ্বারা হযরত এরবাজ বিন ছারিয়া হতে বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, আমি যখন আল্লাহর নিকট সর্বশেষ নবী হিসেবে ছিলাম, তখনও আদম (আলাইহিস সালাম) স্বীয় খামিরে নিহিত ছিলেন। (মেশকাত শরীফ)

(৩) হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, হে আমার প্রিয় হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)! আপনাকে সৃষ্টি না করলে আমি কোন কিছুই সৃষ্টি করতাম না।

(৪) আহকাম ইবনে কাহতান ইমাম জয়নুল আবেদীন হতে, তিনি স্বীয় পিতা হযরত আলী ইবনে আবি তালেব হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন– আমি আদম (আলাইহিস সালাম) এর সৃষ্টির চৌদ্দ হাজার বৎসর পূর্বে আল্লাহর নিকট একটি নূর হিসেবে ছিলাম। সুবহানাল্লাহ!

অনেকে বলেন, নবী আমাদের মত সাধারণ মানুষ। উনি কিছুই জানতেন না যতক্ষণ না জিব্রাইল (আলাইহিস সালাম) ওহী না নিয়ে আসতেন। যেমন আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন ঃ قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (সূরা কাহাফ, পারা–১৬) অর্থাৎ– আপনি বলুন, আমি তোমাদের মত মানুষ। এটা ওদের ভ্রান্ত ধারনা। যায়েদ বাঘের মত বলাতে যায়েদ যেমন বাঘ হয়ে যান নাই। ঠিক তেমনি নবী আমাদের মত মানুষ বলাতেও আমাদের মত হয়ে যাননি।

ঈসায়ীরা হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর শুধুমাত্র দুটি মুজিযা দেখে ছিল– (১) পিতা ছাড়া জন্ম নেয়া (২) মৃতকে জীবিত করা ও রুগীকে ভাল করা। এই দু'টি মুজিযা দেখে তারা ঈসা (আলাইহিস সালাম) কে আল্লাহর পুত্র বলা শুরু করলো।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইয়াহুদীরা হযরত উজায়ের (আলাইহিস সালাম) এর মধ্যে শুধুমাত্র একটি মুজিযা দেখেছিল। তা হলো ১০০ বৎসর পর তাঁর জীবিত হওয়া। এতেই তারা তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলা শুরু করলো। এদিকে মুশরিকরা ফেরেস্তাদেরকে আল্লাহর কন্যা বিশ্বাস করতে লাগলো। কেউ কেউ আবার জিন ও আল্লাহর মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক জুড়ে দিল। বস্তুতঃ এ সমস্ত মূর্খরা নবীগণের শক্তিশালী এবং সুন্দর সুন্দর মুজিযা দেখে তাদের মর্যাদা নিরুপণে সীমা অতিক্রম করতে শুরু করলো। আবার অনেক বেদ্বীন লোক নবীগণকে আমাদের মত সাধারণ মানুষ আকীদা পোষণ করে তাদের আসল মর্যাদা ক্ষুন্ন করতে লাগলো, অথচ ইসলামের আবেদন এই যে, মুসলমানগণকে নবীদের মর্যাদা বাড়ানো-কমানো হতে বেঁচে থাকতে হবে। পূর্বের কাওমরাতো তাদের নবীগণের কয়েকটি মুজিযা দেখে আল্লাহর পুত্র ইত্যাদি বলেছিল। অথচ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর শুধু হাত মোবারক সত্যের পুজারীদের সামনে অনেক অনেক মহান মুজিযা প্রদর্শন করেছিল। যেমন চাঁদ দু'টুকরা হয়ে গিয়েছিল, এক ইশারায় অস্তমিত সূর্য পুনরায় ফিরে এসেছিল। তাঁর ইশারায় বৃষ্টি বর্ষিত হলো আবার পুনরায় ইশারা পেয়ে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। যে মহান সত্তার ইঙ্গিত পেয়ে দূরবর্তী দু'টি বৃক্ষ একত্রিত হয়ে গেল। কবর সমূহ তার নূরানী হাত মুবারকের ছোয়া পেয়ে কালিমা শাহাদাত উচ্চারণ করলো। শুকনো কাঠ তাঁর বিরহে কান্নাকাটি করলো। সামান্য খাদ্য দিয়েই তিনি বিরাট মুজাহিদ বাহিনীকে পেট ভরে খাইয়েছিলেন। তাঁর আঙ্গুল মুবারক হতে পানির ফোঁয়ারা প্রবাহিত হয়েছিল। তাঁর ইশারা পেয়ে [illegible] মৃত জীবিত হয়েছিল। বস্তুতঃ এ ভাবে অগণিত মুজিযা প্রকাশ হওয়ার কারণে আশংকা হচ্ছিল; হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকেও তারা আল্লাহ অথবা আল্লাহর পুত্রই বলে বসতে পারে। এ জন্যই হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রত্যেকটি আলাপ আচরণেই আল্লাহর বন্দেগীর কথা প্রকাশ করেছেন। কুরআনও এই ঘোষণাই দিলেন–

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

অর্থাৎ "আপনি বলুন বাহ্যিক অবয়বে আমি তোমাদের মত মানুষ।"

কারণ আয়াতের শুরু হয়েছে قُلْ দ্বারা, অর্থাৎ হে মাহবুব! শুধু আপনি বিনয়ের শুরে বলুন, আমি তোমাদের মত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহ পবিত্র কুরআন মজীদে কোন আয়াতে নবীকে মানুষ বলে ডাক দেন নাই এবং কোন মানুষকেও এই ডাক দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় নাই বরং আল্লাহ এই ভাবে ডাকেন, يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ – يَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ ইত্যাদি।

আল্লাহ সূরা হুজরাতে বলেন ঃ

وَلَاتَجْهَرُوْا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَاتَشْعُرُوْنَ–

তোমরা নিজেদের মধ্যে যে ভাবে উচ্চস্বরে কথা বল, আমার হাবিব এর সাথে সেই ভাবে কথা বলো না। কারণ এতে তোমাদের জীবনের সমস্ত কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে, যা তোমরা টেরই পাবে না। (সূরা হুজরাত, আয়াত নং– ২)

সূরা বাকারায় আল্লাহ বলেন–

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوْا اُنْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ–

(সূরা বাকারা, আয়াত নং–১০৪)

হে ঈমানদারগণ! তোমরা رَاعِنَا "রায়িনা" বলিও না– বরং اُنْظُرْنَا "উনযুরনা" অর্থাৎ আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুণ বলবে এবং মনোযোগের সহিত শ্রবন করবে; কাফেরদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে। "রায়িনা" -এর দু'টি অর্থ আছে, একটি অর্থ রাখাল অপরটি কৃপাদৃষ্টি। মুনাফেকরা 'রায়িনা' বলে প্রথম অর্থ নিয়ে হাসা হাসি করতো অপর দিকে সম্মানিত সাহাবাগণ দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করতেন। কিন্তু আল্লাকে ফাঁকি দেয়া কারো সাধ্য নেই।

আল্লাহ পাক তাদের অন্তরের রোগ ধরে ফেললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ওহী নাযিল করলেন, খবরদার! রায়িনা বলো না উনযুরনা বলো। যেহেতু মানুষের মধ্যে চোর, ডাকাত, খারাপ চরিত্রের লোক ইত্যাদি রয়েছে সেই জন্য আমাদের মত সাধারণ মানুষ বলাও কুফরী হবে।

উপমহাদেশের সমস্ত আলেমদের সর্দার মহাত্মা হযরত শায়খ আব্দুল হক

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মোহাদ্দেসে দেহলভী (রঃ) তাঁর মাদারেজুন নবুয়্যত কিতাবের তৃতীয় অধ্যায়ে ইরশাদ করছেন, যে সমস্ত আয়াত দ্বারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে আমাদের মত বলে মনে হয়, ঐ গুলো "মুতাশাবেহাত" বা অস্পষ্ট আয়াতের মতই। যেমন– পরওয়ার দেগারে আলম স্বীয় নূরের দৃষ্টান্ত প্রদীপের সাথে দিয়েছেন সূরা নূর এর মধ্যে ঃ

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ

(সূরা নূর, রুকু–৫)

তাই বলে কি কেউ এ কথা বলার সাহস পাবে যে, আল্লাহের নূর প্রদীপের নূর এর মত।

ঠিক সে ভাবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে আমাদের মত মানুষ বলা যাবে না। এ গুলো আয়াতে "মুতাশাবেহাত" এর মতই অস্পষ্ট আয়াত।

আমাদের সব কিছু কুরবান সেই মহান সত্তার পাক কদমে, যেই মহান সত্বার দরবারে হযরত জিব্রাইল (আঃ) হযরত আজ্রাইল (আঃ)ও বিনা অনুমতিতে প্রবশ করতে পারে না। আল্লামা ডঃ ইকবাল কি চমৎকার বলেছেন ঃ এ পৃথিবীতে একটি দরবার আছেন, যা আরশে আজীম এর চেয়েও নাজুক। যেখানে বায়েজীদ বোস্তামী ও জুনায়েদ বাগদাদী (রঃ) এর মত হাস্তিরা আসলে তাদের শ্বাস বন্দ করে আসে, না জানি তাদের শ্বাসের দ্বারা দরবারে নবীবীর সাথে কোন বেয়াদবী হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ!

দেখুন, জিব্রাইল (আঃ) ওহী নিয়ে ২৭ হাজার বার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর দরবারে আগমন করেছেন মানব সুরতে। তার পরও তিনি মানুষ হন নাই। জিব্রাইলের জন্ম প্রিয় নবীর নূর থেকেই। তবুও জিব্রাইল (আঃ) কে কেউ মানুষ বলে না।

জগৎ বিখ্যাত তাফসীর তাফসীরে রূহুল বয়ানে لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ সূরা তওবার এ আয়াতের তাফসীরে একটি রাওয়ায়েত আনা হয়েছে যে, একবার হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হযরত জিব্রাইল (আঃ) কে জিজ্ঞাসা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করলেন তোমার বয়স কত? জিব্রাইল (আঃ) আরয করলেন, এটা আমি বলতে পারব না। তবে হ্যাঁ আমি এতটুকু জানি যে, আমার জন্মের পর আমি একটি তারকা দেখতাম যেটা সত্তর হাজার বৎসর পর উদিত হত আবার ৭০ হাজার বৎসর পর অস্ত যেত। আমি সেই তারকাটাকে সর্বমোট ৭২ হাজার বার উদিত ও অস্ত যেতে দেখিছি। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, হে জিব্রাইল! সেই নক্ষত্রটি আমিই ছিলাম।

প্রিয় পাঠক! জিব্রাইল (আঃ) ২৭ হাজার বার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর দরবারে মানুষ বেশে এসেও মানুষ হননি বা তাঁকে কেউ মানুষ বলে নি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম শুধু মাত্র এক বার আমাদের মাঝে মানুষ বেশে এসে কি ভাবে আমাদের মত মানুষ হবেন?

নিশ্চয় নয়। হুজুর হলেন আল্লাহর নূর। আমি পূর্বেই আলোচনা করে এসেছি।

তাফসীরে ইবনে কাসীর এবং অন্যান্য তাফসীর এর মধ্যে হারুত–মারুত ফেরেস্তাদের কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ পাক হারুত-মারুত নামে দুই ফেরেস্তাকে পৃথিবীতে পাঠালেন মানব সুরতে। এখানে এসে তারা যোহরা নামের এক মহিলার প্রেমে পড়েন,মদ পান করেন, সহবাস করেন। পরে আল্লাহ তাঁদের শাস্তি দেন। দেখুন, সূরা বাকারা আয়াত নং ১০২ এর ব্যাখ্যা।

এরপরও তারা ফেরেস্তা রয়েছেন। তাদেরকে কেউ মানুষ বলে নি। মানুষের বেশে আসাতে তাদের মধ্যে মানবীয় গুণাবলীর প্রকাশ ঘটায় তারা খেয়েছেন, প্রেমে পড়েছেন। তারপরও তারা ফেরেস্তাই রয়ে গেলেন।

মুসা (আঃ) কে যখন আল্লাহ পাক বললেন, মুসা তোমার হাতের লাঠি নিক্ষেপ কর। লাঠি নিক্ষেপ করার পর তা একটা বিরাট আজদাহায় পরিণত হয়ে ফেরাউনের যাদুগরদের সমস্ত সাপদের খেয়ে ফেললো। তারপর ধরার সাথে সাথে আবার লাঠিতে পরিণত হয়ে গেল। কাঠের লাঠি সাপে পরিণত হওয়াতে লাঠির মধ্যে প্রাণীর গুণাবলীর প্রকাশ ঘটেছে।

ঠিক তদ্রুপ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের মধ্যে মানব বেশে এসেছেন বলে তাঁর মধ্যে মানবীয় গুণাবলীর প্রকাশ ঘটেছে। যেমন খাওয়া-দাওয়া, ঘুমানো, সন্তান জন্ম দেয়া ইত্যাদি। হাকিকতে তিনি খোদার নূর।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উনি যদি তাদের মত মানুষ হতেন, তা হলে পবিত্র মেরাজ শরীফ-এ যাওয়া কখনও সম্ভব হত না। কারণ জাতি নূরের জগতে রক্তমাংসের দেহ নিয়ে গমন করা কখনও সম্ভব নয়। কারণ রক্তমাংসের দেহ নিয়ে আকাশ জগত ভেদ করাই অসম্ভব। যারা বিজ্ঞান বুঝেন তারাই এ গুলো বুঝবেন।

দেখুন বায়ু মন্ডল ভেদ করার পর আর কোন অক্সিজেন নেই। অক্সিজেনহীন জগতে জীবনের কল্পনা করা ৫ মিনিটের জন্যও সম্ভব নয়। তা ছাড়া বিভিন্ন ধরনের জীবন বিধ্বংসী RAY থেকে বাঁচা সম্ভবপর নয়। যেমন ঃ X-RAY-FAR ULTRAVIOLET, COSMIC RAY ইত্যাদি যাহা একজন মানুষের শরীরে আঘাত করার পর এক পর্যায়ে কোটি কোটি ক্যান্সার শেল সৃষ্টি করে ফেলবে। যাহার ফল হচ্ছে অবধারিত মৃত্য। তারপর "BLACK HOLE" এর সমস্যা তো আছেই। তারপর আছে অতি শীতল স্থান, আছে মারাত্মক গরম স্থান। যেখানে জীবনের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না এক মিনিটের জন্যও।

আমরা যে গ্যালাক্সির অধিবাসী এ গ্যালাক্সিতে নক্ষত্র আছে দশ হাজার কোটি। আমাদের বিশ্বে সৌর জগতের সবচেয়ে কাছের নক্ষত্রের নাম প্রক্সিমা সেন্টরি। তার দূরত্ব পৃথিবী থেকে ৪ আলোক বৎসর। আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে ১৮৮৬০০০ মাইল। এই গতিতে আলো একটানা এক বৎসর চললে যে দূরত্ব অতিক্রম করবে তাকে বলে এক আলোক বৎসর বা (লাইট ইয়ার।) অর্থাৎ পৃথিবী থেকে প্রক্সিমা সেন্টরি নক্ষত্রের দূরত্ব হলো ৪০ লক্ষ কোটি কিলোমিটার। যদি রকেটের সাহায্যে প্রক্সিমা সেন্টরিতে যেতে চান তাহলে সময় লাগবে এক লক্ষ বৎসর।

আমাদের গ্যালাক্সীর দূরবর্তী নক্ষত্রের দূরত্ব ৮০,০০০ (আশি হাজার) আলোক বৎসর।

আমাদের পরের গ্যালাক্সীর দূরত্ব পৃথিবী থেকে ২২ লক্ষ আলোক বৎসর, যার নাম এন্ডোমিড়া গ্যালাক্সী। এ পর্যন্ত বিজ্ঞানীগণ দশ হাজার কোটি গ্যালাক্সীর সন্ধান লাভ করেছেন। এর পরতো আরও কত জগত রয়েছে মানুষের অজানা। আছে পালসারস, কোয়াসাস ইত্যাদি। রক্ত মাংস এর দেহ নিয়ে এ বিশাল অক্সিজেনহীন জগত পাড়ি দেয়া, এত লম্বা সময় না খেয়ে বাঁচা কোন ভাবেই সম্ভব নয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সুতরাং বুঝতে পেরেছেন রক্ত মাংস এর দেহ হলে বা আমাদের মত হলে, তা হলে স্বশরীরে মিরাজ গমণ সম্ভব হতো না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নূর বলেই মিরাজ শরীফ সম্ভব হয়েছে। জ্ঞানীদের জন্য ইশারাই যথেষ্ট।

জগৎ বিখ্যাত তাফসীরে রূহুল বয়ানে সূরা মরিয়মের- كٓهٰيٰعٓصٓ এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে ঃ

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তিনটি সূরত ছিল

১ নং সূরত ঃ- সূরতে বশরী- قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ যার বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে।

২ নং সূরত ঃ- সূরতে মালাকী- যেমন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন অনেক সময় আল্লাহর সাথে আমার এমন অবস্থা অতিবাহিত হয় যে, সে পর্যন্ত কোন ফেরেস্তা বা নবী মুরসাল পৌছতে পারে না।

৩ নং সূরত ঃ- সূরতে হাক্কী- এ সম্পর্কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই ইরশাদ করেন- مَنْ رَاٰنِىْ فَقَدْ رَاَى الْحَقَّ

অর্থাৎ ঃ- যে আমাকে দেখেছে সে হককেই দেখেছে।

পবিত্র মেরাজ শরীফে যাওয়ার সময় এবং পৃথিবীতে ৬৩ বৎসর অবস্থান করা পর্যন্ত তাঁহার সূরতে বশরীর প্রকাশ ঘটেছে বা প্রকাশ পেয়েছে। যখন বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে আকাশ জগতে ভ্রমণ শুরু করলেন, তখন তাঁহার সূরতে মালাকির প্রকাশ ঘটলো। তারপর যখন ৭ম আকাশে হযরত জিব্রাইল এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিদারাতুল মুনতাহাতে গিয়ে পৌছলেন, তখন জিব্রাইল (আঃ) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ এখন থেকে যদি আমি এক চুল পরিমাণ অগ্রসর হই,তবে আল্লাহর জাতি নূরের জ্যোতিতে আমার নূরের ৬০০ পাখা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তখন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাই আল্লাহময় সান্নিধ্যে যাত্রা শুরু করলেন। সেই নূরী জগতে বস্তু বলতে কিছু নেই সেখানে শুধু নূর আর নূর। এখানে যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সূরতে হাক্কীর প্রকাশ ঘটলো।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পবিত্র কোরআন ঘোষনা করছে ঃ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى

অর্থাৎ তখন দুই ধনুকের ব্যবধান ছিল কিংবা তার চেয়েও কম (সূরা নজম, আয়াত নং-৮)

আল্লাহর হাবিব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে আল্লাহর দিদার হল, কথা হল। সেই নূরী জগতের রহস্য গোপন ভেদ আল্লাহ এবং তার হাবিব ছাড়া আর কেহ জানেন না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ চোখে আল্লাহকে দেখলেন। আল্লাহর সাথে তাঁর অনেক গোপন আলাপ হল। তারপর তিনি আবার পৃথিবীতে ফিরে আসলেন। এখন পাঠকগন, আপনারাই বলুন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি আমাদের মত মানুষ হতেন তাহলে যেখানে নূরের তৈরী জিব্রাইল যেতে পারে না সেই জাতি নূরের জগতে কি ভাবে হুজুর গিয়ে ফিরে আসলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নিজ নূর থেকে সৃষ্ট। এ ব্যাপারে বেশী সূক্ষ আলোচনা করলে সাধারণ পাঠক এবং জাহেরী আলেমদের বোধগম্যতার বাইরে চলে যাবে বিধায় এখানে ক্ষান্ত রইলাম। আল্লাহ পাক আমাদেরকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাকিকত বুঝার তৌফিক দান করুন। আমিন ॥

তাফসীরে রুহুল বায়ানে সূরা মরিয়ম كهيعص এর ব্যাখ্যায় লিখেন যে, যখন হযরত জিব্রাইল (আঃ) পড়লেন ك হুজুর বললেন, হ্যাঁ আমি বুঝতে পেরেছি। তারপর আরজ করল ه হুজুর বললেন, বুঝতে পেরেছি। আরজ করলেন يا হুজুর বললেন, আমি বুঝে নিয়েছি। আরজ হল ع ইরশাদ করলেন বুঝেছি। তারপর পড়লেন ص হুজুর বললেন হাঁ আমি বুঝেছি। হযরত জিব্রাইল আমিন (আঃ) হয়রান হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো কিছুই বুঝ লাম না। আপনি কি বুঝলেন? কবির ভাষায় ঃ- আশেক এবং মাশুকের মধ্যকার গোপন তথ্য কেরামুন কাতেবীন ফেরেস্তা পর্যন্ত অনুধাবন করতে পারে না। এখানে হযরত জিব্রাইল (আঃ) মাধ্যম নন, বরঞ্চ তিনি হাবীব এবং মাহবুব এর মধ্যকার বাহক মাত্র। তিনি কুরআন শরীফ নিয়ে আসতেন সত্য, কিন্তু নিজেও গোপন তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে ওয়াকেফহাল ছিলেন না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

(সূরা হাদীদ, পারা ২৭, রুকু-১)

অর্থাৎ– তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত, তিনিই গুপ্ত এবং তিনিই সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত।

উপমহাদেশের সমস্ত আলেমদের সর্দার শায়খ আব্দুল হক মোহাদ্দেসে দেহলবী (রঃ) তাঁর জগৎ বিখ্যাত মাদারেজুন্নবুয়ত কিতাবের ভূমিকায় ইরশাদ করেছেন যে, উক্ত আয়াতখানিতে আল্লাহর হামদও রয়েছে এবং সাথে সাথে এতে মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর নাত বা প্রশংসাও বিদ্যামন রয়েছে। সুবহানাল্লাহ!

মুসলিম শরীফ ২য় খণ্ড কিতাবুল জেহাদ ও মেশকাত শরীফ এর মোযেজাত অধ্যায়ে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, বদর যুদ্ধের একদিন আগে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদর ময়দানে হাত দিয়ে জায়গা চিহ্নিত করে বললেন এই জায়গায় অমুক কাফের মারা যাবে, এখানে অমুক কাফের মারা যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, যুদ্ধের পর দেখা গেল হুজুর যে জায়গা দেখিয়েছিলেন ঠিক সেই জায়গায় কাফেরগণ মারা গিয়ে পড়ে রয়েছে। পাঠকগণ, খেয়াল করুন, এটা কিন্তু পঞ্চ অদৃশ্য জ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত, যাহা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না (যাহা জিব্রাইলও (আঃ) যানে না)। এ গায়েবও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে দিলেন।

ইচ্ছা করলে এ রকম হাজার হাজার দলিল পেশ করতে পারতাম কিন্তু কিতাবের কলেবর বৃদ্ধি হয়ে যাবে তাই এখানেই ক্ষান্ত রইলাম। সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কি ঘটবে তা লাওহে মাহফুজে লেখা রয়েছে। আর লাওহে মাহফুজ হল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূর থেকে সৃষ্ট। সুতরাং লাওহে মাহফুজে র জ্ঞান হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জ্ঞান সমুদ্রের একটি ফোটা মাত্র।

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ

(সূরা জিন, আয়াত নং-২৬)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ ঃ তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত তিনি কাউকে তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞানের উপর জ্ঞাত করেন না।

এই আয়াত শরীফ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাত সম্বলিত এবং তাঁর ইলমে গায়েবকে প্রকাশ করেছে। এতে ইরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন গায়েবের উপর পরিজ্ঞাত এবং তিনি তাঁর জাতি বা সত্তাগত এলমে গায়েব তার খাস পয়গম্বর ছাড়া আর কাউকে জানান না।

সমস্ত গায়েবের গায়েব হলো মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পবিত্র সত্তা। পবিত্র মেরাজ রজনীতে যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে নিজ চোখে দেখলেন তখন গায়েব আর কি রইলো। সুবাহানাল্লাহ! যখন আল্লাহ একা ছিলেন তখন কিছু ছিল না, তখন আল্লাহ তার নিজ নূর থেকে তার হাবিব (হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)– কে সৃষ্টি করলেন।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূর থেকে সমস্ত সৃষ্টি। এখন হুজুরের কাছে কি কোন কিছু গায়েব থাকতে পারে, বরং সমস্ত সৃষ্টি তার চোখের সামনে রয়েছে। যা আমি পূর্বেই পবিত্র কোরআন মজীদ ও হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণ করে এসেছি। পূর্বে আমি মুসলিম শরীফের যে হাদিস খানা উল্লেখ করেছি তার মধ্যে উল্লেখ আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন পূর্বেই বদর যুদ্ধে কে কোথায় মারা যাবে তা হাত দিয়ে দেখিয়ে জায়গা বলে দিলেন, যা পঞ্চ জ্ঞানের অর্ন্তভূক্ত। সূরা লোকমানের শেষ আয়াতে আল্লাহ বলেন (১) কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময় (২) বৃষ্টিপাতের নির্দিষ্ট সময় (৩) মহিলার পেটের সন্তান (৪) ভবিষ্যতের ঘটনাবলী (৫) মৃত্যুর সঠিক সময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না।

প্রিয় পাঠকগণ! খেয়াল করুন, ৫ নং অর্থাৎ মৃত্যুর সঠিক সময় এটা এলমে খামসা বা পঞ্চ জ্ঞান,যা কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। এমনকি জিব্রাইল ফেরেস্তও না। কিন্তু আমাদের আকা ও মাওলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ক্ষমতা দেখুন,তিনি বলে দিলেন ১ দিন আগে কে কোথায় মারা যাবে,সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বে-বুঝদের বুঝার তৌফিক দান করুন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জ্ঞানীদের জন্য অবশ্য এতটুকুই যথেষ্ট। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে তাঁর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাকিকত বুঝার তৌফিক দান করুন। আমিন।

মিলাদ

মিলাদ শব্দটি এসেছে বিলাদত শব্দ থেকে। বিলাদত অর্থ জন্ম বৃত্তান্ত বা আগমন। (দেখুন-ফ'রহিঙ্গ-ই-রাব্বানী-উর্দু লোগাত পৃষ্ঠা নং- ৬১৬, আল মুনজেদ পৃষ্ঠা নং ৯১৮)

সর্ব প্রথম আমাদের জানা দরকার যে, মিলাদ শরীফের হাকীকত কি? এবং এর হুকুমইবা কি? এরপর জানা দরকার এর প্রমাণ সমূহ কি কি? মীলাদ শরীফের হাকীকত হচ্ছে নূরে মোহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাকিকত বর্ণনা করা, নূরে মুহাম্মদীর পৃথিবীতে আগমণের বর্ণনা, নূরে মুহাম্মদীর মোজেযা, নূরে মোহাম্মদীর অন্যান্য ঘটনা বর্ণনা করাও এর অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং এ সব একাকী বর্ণনা করুন বা মাহফিলের মাধ্যমে বর্ণনা করুন, একেই মিলাদ শরীফ বলা হয়। মিলাদ শরীফের আয়োজন করা, মিলাদের সময় আতর লাগানো, গোলাপ জল ছিটানো, মিষ্টি বিতরন করা, বৈধ উপায়ে আনন্দ প্রকাশ করা সবই মুস্তাহাব এবং বিশেষ বরকত ও আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হওয়ার একটি অনন্য মাধ্যম। আল কুরআনের বর্ণনা শুনুনঃ

(১) وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ

অর্থাৎ ঃ তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের শুকর আদায় কর। হুজুর আলাইহিস সালামের আগমন আল্লাহর বড় নিয়ামত। মিলাদ শরীফে এরই আলোচনা করা হয়। সুতরাং মিলাদ মাহফিল হচ্ছে এ আয়াতের পূর্ণ অনুসরণ।

(২) وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

অর্থাৎ ঃ নিজ প্রভুর নিয়ামতের গুণ কীর্তন কর। পৃথিবীতে হুজুর আলাইহিস সালামের শুভ আগমন সকল নিয়ামতের মধ্যে সবচেয়ে বড় নিয়ামত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজে এর জন্য গর্ববোধ করেছেন। সুতরাং এ সম্পর্কে আলোচনা করাটা এ আয়াতেরই পূর্ণ অনুসরণ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৩) স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআন মজিদে বিভিন্ন জায়গায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর মিলাদ বর্ণনা করেছেন। যেমন এক জায়গায় আছে- لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ

হে মুসলমানগণ! তোমাদের কাছে সম্মানিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আগমন করেছেন।

(৪) لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا

আল্লাহ মোমেনদের উপর বড়ই ইহ্সান করেছেন যে, তাদের কাছে স্বীয় নবী আলাইহিস সালামকে পাঠিয়েছেন। মোটকথা এরকম বহু আয়াত আছে যেখানে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র আগমনের কথা বর্ণিত হয়েছে। এতে বুঝা যায় মিলাদের বর্ণনা করা আল্লাহরই সুন্নত। জামাত সহকারে নামাযের মধ্যে ইমাম সাহেব যদি এ সব আয়াতে-বেলাদত পাঠ করেন, তাহলে নামাযের মধ্যেই আমাদের আকা মাওলা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর মিলাদ পালিত হয়।

(৫) قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا

আল্লাহ বলেন ঃ আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতের ব্যাপারে বেশী করে আনন্দ প্রকাশ কর। এতে পরিষ্কার বুঝা গেল যে, আল্লাহর অনগ্রহে আনন্দ প্রকাশ করা আল্লাহরই হুকুম। তাহলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আল্লাহর অনুগ্রহও, আবার রহমতও। সুতরাং হুজুর আলাইহিস সালাম এর বেলাদতের উপর আনন্দ প্রকাশ করা এ আয়াত অনুযায়ী আমলই প্রকাশ পায়।

এখানে আনন্দ উল্লাস বলতে সর্ব প্রকার বৈধ আনন্দ উল্লাসকেই অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। সুতরাং মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা, এর জন্য সাজ সজ্জা ইত্যাদি সব সওয়াবের কাজ।

(৬) স্বয়ং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে সাহাবায়ে কিরামের সমাবেশে স্বীয় বেলাদতে পাক এবং স্বীয় গুণাবলী বয়ান করেছেন। এর থেকে বুঝা গেল যে, মিলাদ পাঠ স্বয়ং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরও সুন্নত। (দেখুন মেশকাত শরীফ ২য় খণ্ড ফাজায়েলে সাইয়েদুল মুরসালিন অধ্যায়।)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৭) সাহবায়ে কিরাম একে অপরের কাছে গিয়ে বলতেন, আমাকে হুজুর আলাইহিস সালামের নাত শরীফ শোনান। বুঝা গেল মিলাদ সাহাবায়ে কিরামেরও সুন্নাত। যেমন মেশকাত শরীফের ফাজায়েলে সাইয়্যেদিল মুরসালিন অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখিত আছে, হযরত আতা ইবনে ইয়াসার বলেন যে, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে আমের (রাঃ) এর কাছে গিয়ে আরয করলাম- আমাদেরকে হুজুর আলাইহিস সালামের ঐ নাতটি শোনান যেটা তাওরাত শরীফে উল্লেখ আছে। তিনি তা পড়ে শোনান। এ রকম আরও অনেক বর্ণনা আছে।

(৮) কাফিরগণও হুজুরের পবিত্র বেলাদতে আনন্দ উল্লাস করেছে। যেমন- বুখারী শরীফের দ্বিতীয় খণ্ড কিতাবুন নিকাহতে উল্লেখ আছে, যখন আবু লাহাব মারা গেল, তখন তার পরিবারের কোন একজন স্বপ্নে তাকে শোচনীয় অবস্থায় দেখলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, কি অবস্থায় আছেন? আবু লাহাব বললো- তোমাদের থেকে পৃথক হওয়ার পর আমি কোন শান্তি পেলাম না। তবে হ্যাঁ তর্জনী আঙুল থেকে পানি পেয়ে থাকি। কেননা আমি সুয়াইবা নামক বাঁদীকে আযাদ করেছিলাম এ আঙুলের ইশারায়।

ঘটনা হলো আবু লাহাব হযরত আব্দুল্লাহর ভাই। তার বাঁদী সুয়াইবা এসে যখন তাকে সংবাদ দিল যে আজ আপনার ভাই আব্দুল্লার ঘরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আগমণ করেছেন, তখন তিনি খুশিতে ঐ বাঁদীকে আঙুলের ইশারায় বলেছিল, যাও আজ থেকে তুমি স্বাধীন। সে ছিল কট্টর কাফির- যার পাপাচারের কাহিনী পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সে খুশীর বরকতে আল্লাহ তার প্রতি এ করুণাটুকু করলেন যে, সে দোযখে যখন তৃষ্ণার্ত বোধ করে তখন নিজের সেই আঙুলী চুষতে থাকে। এতে তৃষ্ণা লাঘব হয়ে যায়।

প্রিয় পাঠক বৃন্দ এবার চিন্তা করে দেখুন, আবু লাহাব একজন কাফির যদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর আগমনের খুশিতে বাঁদিকে আযাদ করে দিয়ে দোযখে পানি পান করে তৃষ্ণা মিটাতে পারে, তাহলে যে ব্যক্তি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর উম্মত হয়ে যদি তার আগমনের খুশিতে মিলাদ শরীফ উদ্‌যাপন করে দান খয়রাত করে, তাহলে তার কি মর্যাদা হবে আল্লাহর কাছে একবার ভেবে দেখুন তো। সুবহানল্লাহ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাই আমাদের খুব বেশী বেশী করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর আগমন উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করা, খুব বেশি করে মিলাদ শরীফ এর আয়োজন করে, দান খয়রাত ইত্যাদি করে আল্লাহর অনুগ্রহ পাবার জন্য খুব দ্রুত গতিতে ধাবিত হওয়া উচিত।

এতে আল্লাহর রহমত আমাদের প্রতি খুব বেশী বর্ষিত হবে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামও আমাদের প্রতি খুব খুশী হবেন। মাদারেজুন নবুয়্যাত শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর দুগ্ধপান অবস্থার আলোচনায় আবু লাহাবের সেই ঘটনাটি বর্ণনা করার পর বলেন, এ ঘটনার মধ্যে মিলাদ পাঠের পক্ষে বিরাট দলীল রয়েছে।

তাফসীরে রূহুল বয়ানের ২৬ পারায় সূরা ফাতাহের আয়াত محمد رسول اللّٰه। প্রসংগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মিলাদ শরীফ করাটা হচ্ছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন, যদি এটা মন্দ কথাবার্তা থেকে মুক্ত হয়।

ইমাম সয়ুতী (রাঃ) বলেন– হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর বেলাদতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করা আমাদের জন্য মুস্তাহাব।

হাজী ইমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী সাহেব তার ফয়সালা– এ-হাপ্তে মাসায়েল নামক পুস্তিকায় মিলাদ শরীফকে জায়েয ও বরকতময় বলেছে। যেমন- তিনি ঐ পুস্তিকার ৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন।

كه مشرب فقير كا يه ہے كه محفل مولود شريف ميں
شريك ہوتا ہوں- بلكه ذريعه بركات سمجھ كر ہر سال
منعقد كرتا ہوں اور قيام ميں لطف ولزت پاتا ہوں-

অর্থাৎ– অধমের নীতি হচ্ছে যে, আমি মাহফিলে মিলাদ শরীফে যোগদান করি। বরং বরকত লাভের উপায় মনে করে প্রতি বছর এর আয়োজন করি এবং কিয়ামে তৃপ্তি ও আনন্দ পাই।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজের মক্কী সাহেব তার ফয়সালায়ে হাফতে মাসায়েল নামক কিতাবের ৭ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ

يه عقيده كه مجلس مولود ميں حضور پرنور صلى اللّٰه
عليه وسلم رونق افروز ہو تے ہيں تو اس عقيده كو كفرو
شرك كہنا حد سے بڑ ہناہے- يه بات عقلا ونقلا ممكن ہے-
بلكه بعض مقامات پر واقع بھى ہو جاتى ہے-

এই আকিদা যে মাহফিলে মিলাদে হুজুর পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাশরিফ আনয়ন করেন। এ ধরনের আকীদাকে কুফর ও শিরক বলাটা বাড়াবাড়ি মাত্র। এটা কুরআন-হাদীছ ও যুক্তি উভয় মতে সম্ভব এবং অনেক জায়গায় এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার প্রমাণও রয়েছে।

এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক যে, যেহেতু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নূর থেকে সৃষ্টি, সেহেতু এটা অবশ্যই সম্ভব। আর যারা বিজ্ঞান বুঝেন তাদের কাছে-তো এটা একটা সাধারণ ব্যাপার। শুধু দুনিয়া কেন খোদার সমস্ত সৃষ্টিতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বিরাজমান। কেননা তাঁর নূর থেকে সমস্ত সৃষ্টি, যাহা আমি পূর্বে আলোচনা করে এসেছি। এখানে সামান্য আলোচনা করব। দেখুন আমাদের পৃথিবীর ব্যাস ৮০০০ হাজার মাইল, পৃথিবীর পরিধি ২৫০০০ হাজার মাইল। সাধারণ আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে ১৮৬০০০ মাইল। পৃথিবীর ব্যাস ৮০০০ মাইল অতিক্রম করতে আলোর সময় লাগবে ২৩.২৫ সেকেন্ড। অর্থাৎ ১ সেকেন্ডের থেকেও ২৩.২৫ সেকেন্ড কম সময়। অর্থাৎ ১ সেকেন্ডে ২৩ বার পৃথিবীকে পরিভ্রমণ করতে পারে। আর পৃথিবীর পরিধি ২৫০০০ মাইল অতিক্রম করতে আলোর সময় লাগে ৭.৪৪ সেকেন্ড। অর্থাৎ ১ সেকেন্ড থেকেও ৭.৪৪ কম। অর্থাৎ ১ সেকেন্ডে ৭ বার পৃথিবীর পরিধি পরিভ্রমণ করা যায়। দেখুন সাধারণ আলোর এই গতি। এবার জিব্রাইল এর গতি দেখুন যখন ইউসুফ (আঃ) কে তার ভাইয়েরা কূপে নিক্ষেপ করলেন, তখন জিব্রাইল (আঃ) ৭ম আকাশের উপর সিদরাতুল মুনতাহার নিকট বসা ছিলেন। আল্লাহ বললেন, হে জিব্রাইল! ইউসুফ (আঃ) কে নিরাপদে কূপের নিচে বসিয়ে দাও। তখন জিব্রাইল

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(আঃ) এক মুহূর্তে ৭ম আকাশ থেকে পৃথিবীতে চলে এসে সেই কূপের মধ্যে হাত দিয়ে সুস্থ অবস্থায় হযরত ইউসুফ (আঃ) কে ধরে নিরাপদে কূপের নিচে বসিয়ে দিলেন।

তাহলে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর নূরের গতি কেমন হবে আপনারাই ভেবে দেখুন। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মুহূর্তের মধ্যে খোদার দরবারে যান আবার মুহূর্তের মধ্যে ফিরে আসেন। সুবহানাল্লাহ, আমি আগেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর সুরতে হাক্কীর বর্ণনা আপনাদের সামনে পেশ করেছি– যাহা জ্ঞানী মাত্রই অনুধাবন করতে পারবেন।

মিলাদ শরীফে কিয়ামের বর্ণনা

কিয়াম অর্থ দাঁড়ানো বা দণ্ডায়মান হওয়া। এই কিয়াম ৬ প্রকার। যথা ঃ জায়েয, ফরয, সুন্নাত, মুস্তাহাব, মাকরূহ ও হারাম।

(১) দুনিয়াতে বিভিন্ন প্রয়োজনে দাঁড়ানো জায়েয।

যেমন– বাড়ি ঘর তৈয়ার করার জন্য এবং অন্যান্য কাজকর্ম করার জন্য।

(২) পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে দাঁড়ানো ফরয।

(৩) নফল নামাযে দাঁড়ানো মুস্তাহাব।

(৪) কয়েকটি বিশেষ সময়ে দাঁড়ানো সুন্নাত। যেমন – যমযমের পানি ও ওযুর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করা সুন্নত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর রওযা পাকে উপস্থিত হয়ে নামাযের মত হাত বেঁধে দাঁড়ানো সুন্নাত। (দেখুন– ফুতুয়ায়ে আলমগীরি প্রথম খন্ড কিতাবুল হজ্বের زيارت قبر النبى عليه السلام শীর্ষক অধ্যায়)

কোন ধর্মীয় নেতা সামনে দাঁড়ালে তাঁর জন্য দাঁড়িয়ে থাকা সুন্নত কিন্তু বসে থাকাটা বেয়াদবী। মিশকাত শরীফের প্রথম খন্ড কিতাবুল জিহাদে আছে, যখন হযরত সাআদ ইবনে মুআয (রাঃ) মসজিদে নববীতে উপস্থিত হন তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আনসারদের হুকুম দিলেন "আপনাদের নেতার জন্য দাঁড়িয়ে যান" তখন সবাই দাঁড়িয়ে সম্মান করলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৫) কয়েক জায়গায় দাঁড়ানো মাকরূহ যেমন বিনা কারণে সাধারণ পানি দাঁড়িয়ে পান করা, পার্থিব লালসায় বিনা কারণে দুনিয়াবী লোকের সম্মানে দাঁড়ানো ইত্যাদি।

(৬) কয়েক জায়গায় দাঁড়ানো হারাম যেমন– মূর্তির সম্মানে দাঁড়ানো।

মিশকাত শরীফের কিতাবুল আদব অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে হযরত যায়েদ ইবনে হারেছ (রাঃ) মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র দরজার সামনে আসলেন এবং দরজার কড়া নাড়লেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম চাদর বিহীন অবস্থায় তার প্রতি দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর কোলাকুলি করলেন এবং চুমু খেলেন। মেশকাত শরীফের এই অধ্যায়েই বর্ণিত আছে যে, যখনই হযরত খাতুনে জান্নাত ফাতেমা যোহরা (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর সমীপে হাজির হতেন তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন, হাত ধরে তাতে চুমু খেতেন এবং নিজের জায়গায় তাকে বসাতেন। অনুরূপ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন হযরত ফাতিমা যোহরা (রাঃ) এর কাছে তশরীফ নিয়ে যেতেন, তখন তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন, দস্ত মুবারকে চুমু খেতেন এবং স্বীয় জায়গায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বসাতেন।

যে হাদিসে দাঁড়ানো নিষেধ করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা হল, কেবল যারা নিজের জন্য অন্যদের দন্ডায়মান হওয়া কামনা করে, জনগণ বিনীত ভাবে দাঁড়িয়ে রইল আর নেতাজী মাঝখানে বসে রইলেন, এ ধরনের দাঁড়ানো নিষেধ। তা না হলে পূর্বে আমি যে হাদীস সমূহ পেশ করলাম এর বিপরীত হবে। প্রিয় পাঠক লক্ষ্য করুন, পূর্বে আমি যে সমস্ত সহি হাদীস সমূহ পেশ করলাম, যেখানে স্বয়ং দোজাহানের বাদশা আমাদের আকা ও মাওলা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিজেই দাঁড়াতেন এবং মা ফাতেমা (রাঃ) দাঁড়াতেন, তখন কিভাবে দাঁড়ানোটা নিষেধ হতে পারে। – আল্লাহ বেবুঝদের বুঝার তৌফিক দান করুন। আমিন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মিলাদ ও কিয়ামের বিভিন্ন নিয়ম

নিম্নে কিছু মশহুর মিলাদ শরীফ উদযাপন পদ্ধতির বর্ণনা দেওয়া হলো।

বিঃ দ্রঃ মিলাদে দরূদ শরীফের ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম নাত শরীফ পাঠ করে থাকে। এর জন্য কোন ধরাবাধা নিয়ম নেই। আরবী, ফার্সী, উর্দু, বাংলা যে কোন ভাষায় নাত পাঠ করে দরূদ শরীফ পড়া যায়।

প্রথম প্রকার

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا-

এরপর এই দরূদ শরীফ সকলে মিলে পড়বে ঃ

"আল্লাহুম্মা ছাল্লেআলা ছাইয়্যেদেনা মাওলানা মোহাম্মদ ওয়া আলা আলে ছাইয়্যেদেনা মাওলানা মোহাম্মদ।"

(১) নবীর নামে দরূদ শুণে অন্তর যাদের কাঁদে না
কাল হাশরে ভাইজান তারা নবীর দেখা পাবে না --- ঐ

(২) আদম যখন মাটি ও পানি, আমার নবী তখন খোদার রসূল।
যার উপরে পড়েন দরূদ আল্লাহ ও তার ফেরেস্তা কুল --- ঐ

(৩) শিশু নবী আগমনের পরে কিসের নামায পড়িলেন
নামায শেষে কোন্ কারণে উম্মত বলে কাঁদিলেন --- ঐ

(৪) ওগো খোদা দয়া কর; নসীব কর মদিনা
নবীজীকে না দেখাইয়া কবরেতে নিও না। --- ঐ

(৫) কোথায় রইলেন দয়াল নবীজী আমাদেরকে ছাড়িয়া

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আপনি বিনে কি লাভ হবে, এই দুনিয়াতে বাঁচিয়া। --- ঐ

(৬) আমরা সবাই অধম পাপী, আপনাকে চিনলাম না–
সেই কারণে রোজ হাশরে আমাদেরকে ভুইলেন না --- ঐ

(৭) আল্লাহ আল্লাহ জিকির কর দরূদ পড় সবজনায়
রোজ হাশরে শাফায়াত করবেন নবী মোস্তফায়। --- ঐ

(৮) মদিনাতে শুয়ে আপনি মোদের সালাম শুনতে পান
কেমনে যাব মদিনাতে, সে পথ আমায় বলে দিন। --- ঐ

(৯) এশকের দরিয়ায় ডুব দেওরে মন দেখবে নবীজীর দীদার,
খুলে যাবে চোখের পর্দা, দূর হবে মনের আঁধার।-- ঐ

(১০) যার লাগিয়া কান্দরে মন, সে তো সোনার মদিনা
স্বপ্ন যোগে দেখতে পাবে, হলে তাঁহার দিওয়ানা। --- ঐ

(১১) মদিনা মদিনা বলে, কান্দি আমি জারজার
দেখা দেন গো দয়াল নবী, ডাকি আপনায় বারেবার। --- ঐ

এরপর "ফেরেস্তোঁকি সালামি দেনে ওয়ালি ফউজ গাতি থি জনাবা আমেনা শুনতিথি ইয়ে আওয়াজ আতিথি," বলে সবাই দাঁড়ায়ে যাবেন কিয়াম করার জন্য **এবং বলবে ঃ**

ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা
ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা ছালাওয়া তুল্লাহ আলাইকা।

(১) হে নবী আমরা গুনাহগার- কি আছে আমাদের দেখাবার
কঠিন হাশরের আজাব– ভরসা শুধু যে আপনার --- ঐ

(২) হে নবী দেখা কি দিবেন না– দেখা দিলে দেখা কেন যান না
হে নবী মদীনা কি নিবেন না- মদীনা নিলে কেন দেখা দেন না

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মনে যে মানে না মানা– নিয়ে যান আশেকদের মদিনা। --- ঐ

(৩) আপনি যে নূরের রবি– নিখিলের ধ্যানের ছবি
আপনি না এলে দুনিয়ায়– আধারে ডুবিত সবি --- ঐ

(৪) তোমারি নূরের আলোকে– জাগরন এলো ভুলোকে
গাহিয়া উঠিল বুববুল– হাসিল কুসুম পুলকে। --- ঐ

(৫) চাঁদ সুরুয আকাশে হাসে– সে আলো হৃদয়ে না আসে
এলে তাই হে নব রবি– মানবের হৃদয় আকাশে। --- ঐ

(৬) অন্য নবীর উম্মত না হয়ে দুনিয়ার– না হয়ে ফেরেস্তা খোদার
হয়েছি উম্মত আপনার– তার তরে শুকুর হাজার বার। --- ঐ

(৭) হে রাসূল মদিনা হইতে– সব কিছু পারেন দেখিতে
মোদের লাশ কবরে রাখিলে– লইবেন আপন কোলে। --- ঐ

(৮) যা কিছু আছে গোপনে– দেখতে পান আপন নয়নে
আপনি যে হাজির ও নাজির– সৃষ্টি কুল আপনার নজরে। --- ঐ

(৯) আউয়াল, আখের সব কিছু জানেন– দেখেন বায়িদ ও কারিব
আমরা গুনাহগারদের প্রতি– একটু নেক নজর দিন ইয়া রাসুলল্লাহ - ঐ

(১০) আপনি যে খোদার মকবুল– কেহ নাই আপনার সমতুল!
আপনি যে খোদার প্রথম নূর– আপনারই নূরে সকল নূর। --- ঐ

(১১) হে নবী! আপনি সৃষ্টি মূল– সব কিছু আপনার নূরের ফুল
চাঁদ সুরুয আপনার তাবেদার- বানাইলেন আল্লাহ পরোয়ারদিগার - ঐ

এবার সবাই বসে যাবে। তারপর কয়েকবার পড়বে এই দরূদ শরীফ -

বালাগাল উলা বিকামালিহী- কাশাফাদ দুজা বেজামালিহী!
হাছুনাত জামিউ খিছালিহী ছাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহী!

এরপর মুনাজাত করবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দ্বিতীয় প্রকার

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ- وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ شَانِ حَبِيْبِهٖ وَمَحْبُوْبِهٖ وَمَعْشُوْقِهٖ مُخْبِرًا وَّاٰمِرًا- اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا-

এরপর সবাই পড়বে– ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া সাল্লাম। অতপর পড়বে–

সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম- সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম।

(১) মুস্তফা নূরে জনাবে আমরে কুন
আফেতাবে বুরজে এলমে মিল্লাদুন। --- ঐ

(২) দো-আলম কেঁউ না হো কোরবাঁ উছি পর
খোদাভী হায় রেজা জুয়ে মোহাম্মদ। --- ঐ

(৩) মোহাম্মদ ছে ছিফাত পুছো ও খোদা কি
খোদা ছে পুছিও শানে মোহাম্মদ। --- ঐ

(৪) মোহাম্মদ মোস্তফা জানে খোদা কো
খোদা জানে মোহাম্মদ মোস্তাফা কো। --- ঐ

(৫) মোহাম্মদ মোস্তাফা নুরুন আলা নূর
শাহে আরদ ও ছামা নূরুন আলা নূর। --- ঐ

(৬) নবীকে খলিফা হেঁ চার আকবর
আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলী হায়দার। --- ঐ

(৭) নসিমা, জানেবে বোত্হা গুজর কুন
জে আহ্ওয়ালাম হাবীবীরা খবর কুন। --- ঐ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৮) খবর লও ইয়া রাসুলুল্লাহ খবর লও
মেরে মাওলা মেরে আকা খবর লও। --- ঐ

(৯) খবর লও ইয়া রাসুলুল্লাহ খবর লও
মসিবত ছে গোলামোঁ কো বাঁচা লও। --- ঐ

(১০) মোহাম্মদ বরায়ে জনাবে ইলাহী
জনাবে ইলাহী বরায়ে মোহাম্মদ। ----- ঐ

(১১) খোদা কি রেজা চাহতে হেঁ দো আলম
খোদা চাহতা হেঁ, রেজায়ে মুহাম্মদ। --- ঐ

এরপর "ফেরেস্তোকি সালামি দেনে ওয়ালি ফউজ গাতি থি, জনাবা আমেনা শুনতিথি ইয়ে আওয়াজ আতি থি।" বলে সবাই দাঁড়িয়ে যাবে কিয়াম করার জন্য।

এরপর পড়বে ঃ

ইয়া নবী সালাম আলাইকা
ইয়া রসূল সালাম আলাইকা
ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা
ছালাওয়া তুল্লাহ আলাইকা

(১) আরশে আজম কা সেতারা– ফরশোওয়ালো কা সাহারা
আমেনা বিবি কা দোলারা- হক তাআলা কা পেয়ারা। --- ঐ

(২) জার কর কাফি সাহারা– লেলিয়া হে দর তোমারা
খল্ককে ওয়ারিছ খোদারা– লাও সালাম আবতো হামহারা।--- ঐ

(৩) কালী কালী কামলী ওয়ালা– রুখছে জুলফোঁ কো হটা লে
দেখ কর জলওয়া নিরালে– জনি দিল করদোঁ হাওয়ালে। --- ঐ

(৪) দো জাহাঁকা লা জোয়ালে– এখতো আলা, তাজো আলা
বে কুসুঁকি লাজু ওয়ালা– চারি দুনিয়াকা উজালা। --- ঐ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৫) আমিনা বিবিকে জায়া– বারভী তারিখ আয়া
ছোবহে ছাদেক নে ছুনায়ে নূরে আলম মে হায় ছায়া। --- ঐ

(৬) জানকর কাফি ছাহারা– লেলিয়া হায় দর তুমহারা
খল্ককে ওয়ারেছ খোদারা– লও ছালাম আব তু হামারা।

(৭) জব কাহিঁ হো ঠিকানা– চেহরায়ে আনওয়ার দেখানা
কলমায়ে তৈয়্যব পড়হানা– আপনে দামন মে ছুপানা। --- ঐ

(৮) ভুলনা যা রোজে কিয়ামত– হাম হেঁ খাহানে শাফায়াত
হামপর ভী করম ফরমানা– বেক্বারার হায় দিল দিওয়ানা। --- ঐ

(৯) আরজ হে ছালেক কি আকা– জাকুনি কাহো ইয়া নকশা
সামনেহো পাক রওযা– আউর লবু পর হুইয়ে কলমা ------ ঐ

(১০) আপকে হুকার জিয়ে হাম– নামে নামি পে মরে হাম
জব কিয়ামত মে উঠে হাম– আরজ ইছতরে করে হাম। --- ঐ

(১১) জালওয়ায়ে খাইরিল বশর হো– উন্কা দর আওর মেরা ছার হো
ইছ জাহাঁ ছে জব ছফর হো- ছবজে গোম্বদ পর নজর হো। --- ঐ

তারপর পড়বে
মদিনে কে চাঁদ-হাজারোঁ সালাম- মদিনে কে চাঁদ- লাগো সালাম
মদিনে কে চাঁদ-ক্রোড়ো সালাম- মদিনে কে চাঁদ-বেহ্দ সালাম।
এরপর বসে মুনাজাত করবে।

তৃতীয় প্রকার

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا-

এরপর সবাই দরূদ শরীফ পড়বে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলেহিহি ওয়া সাল্লাম।

(১) দো আলম চাহ্‌তে হেঁ রেজায়ে খোদা
খোদা চাহতে হেঁ রেজায়ে মুহাম্মদ --- ঐ

(২) হুয়াল আউয়ালু, ওয়াল আখেরু, ওয়াজজাহেরু,
ওয়াল বাতেনু, ওহুয়া বেকুল্লী শাইয়ন আলিম। --- ঐ

(৩) সব চে আওলা ও আলা হামারা নবী
সব ছে বালা ও আলা হামারা নবী। --- ঐ

(৪) আসমানোঁ পর ছব নবী রাহ গিয়ে
আরশে আজম পে পৌঁছা হামারা নবী।--- ঐ

(৫) কোন দেতা হায় দেনেকো মুহ চাহিয়ে
দেনে ওয়ালা হায় ছাচ্ছা হামারা নবী। --- ঐ

(৬) বজমে আখের কা সাম ফিরোজ হুয়া
নূরে আউয়াল কা জালওয়া হামারা নবী। --- ঐ

(৭) মাইতু মালিকই কাহুংগা কাহে মালিক কি হাবিব
ইয়ানে মাহবুব ও মোহিব মে নেহি মেরা ও তেরা।

(৮) জব কুছ না থা, তব আপ থা
জু কুছ হুয়া, ছব আপনি করম ছে হুয়া।--- ঐ

(৯) মান রায়ানি ফাকাদ রাআল হাক জিসনে হামকো দেখা
ও ইয়াকিনান খোদাকো দেখ লিয়া। --- ঐ

(১০) জমিন ও জামা তুমহারে লিয়ে– মকিন ও মাকা তুমহারে লিয়ে
চুনিঁ ও চুনাঁ তুমহারে লিয়ে– বনে দোজাহাঁ তোমহারে লিয়ে। --- ঐ

এরপর "ফেরেস্তোঁ কি সালামি দেনে ওয়ালি ফউজ গাতি থি জনাবা আমেনা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শুনতি থি ইয়ে আওয়াজ আতি থি।" বলে সবাই দাঁড়িয়ে যাবেন কিয়াম করার জন্য। এরপর পড়বে ঃ

ইয়ানবী সালাম আলাইকা– ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা
ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা– সালাওয়া তুল্লাহ্ আলাইকা

(১) আপনি যে নূরের রবি– নিখিলের ধ্যানের ছবি
আপনি না এলে দুনিয়ায়– আঁধারে ডুবিত সবি। --- ঐ

(২) আপনারি নূরের আলোকে-- জাগরণ এলো ভুলোকে
গাহিয়া উঠিল বুলবুল- হাসিল কুসুম পুলকে। --- ঐ

(৩) চাঁদ সুরুয আকাশে হাসে- সে আলো হৃদয় না হাসে
এলে তাই নব রবি- মানবের হৃদয় আকাশে।--- ঐ

(৪) আসমানোঁ পর ছব নবী রাহ গিয়ে
আরশে আজম পে পৌঁছা হামারা নবী। --- ঐ

(৫) কোন দেতা হায় দেনেকো মুহ চাহিয়ে
দেনে ওয়ালা হায় ছাচ্ছা হামারা নবী। --- ঐ

(৬) বজমে আখের কা সাম ফিরোজ হুয়া
নূরে আউয়াল কা জালওয়া হামারা নবী। --- ঐ

(৭) মাইতু মালিকই কাহুংগা কাহে মালিক কি হাবিব
ইয়ানে মাহবুব ও মোহিব মে নেহি মেরা ও তেরা।

(৮) জব কুছ না থা, তব আপ থা
জু কুছ হুয়া, ছব আপনি করম ছে হুয়া। --- ঐ

(৯) মান রায়ানি ফাকাদ রাআল হাক জিসনে হামকো দেখা
ও ইয়াকিনান খোদাকো দেখ লিয়া। --- ঐ

(১০) জমিন ও জামা তুমহারে লিয়ে- মকিন ও মাকা তুমহারে লিয়ে
চুনিঁ ও চুনাঁ তুমহারে লিয়ে– বনে দোজাহাঁ তোমহোর লিয়ে। --- ঐ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কিয়ামের আরও কয়েকটি না'ত

(১) আরশ কা কাবা মদিনা- ফরশ কা কাবা মদিনা
কাবা কা কাবা মদিনা- জান্নাতুল মাওয়া মদিনা। --- ঐ

(২) দোযখ হাঁরাম হোগা- জান্নাত মাকাম হোগা
জুপেরকে মরগায়া হায়- সাল্লেআলা মুহাম্মদ। --- ঐ

(৩) না কালিম কা তাসাউয়ার- না খেয়ালে তুরে ছিনা
মেরী আরজু মুহাম্মদ মেরী জুসতুজু মদিনা। --- ঐ

(৪) আরশে আজম পর তুম হি হো- খলকে রাহবার তুম হি হো
সাকিয়ে কাউসার তুম হি হো- শাফিয়ে মাহশার তুম হি হো। --- ঐ

(৫) ইয়া নবী আপনে রওজে পর বুলানা- পিয়ারী সুরত হামে দিখানা
আপনে কদমোঁ মে হামকো ছোলানা- মাহশর মে হামকো সাক্ষাত করানা---ঐ

(৬) আজ তোফায়েলে গাউছে আযম বাদশা হায় হার দো আলম
দূরহোঁ ছবহী রঞ্জ ও গম- ছদাকায়ে ইমাম-এ আযম। --- ঐ

এরপর পড়বে ঃ

মুস্তফা-জানে রহমত পে লাখোঁ সালাম- শাময়ে বযমে হেদাখঁয়ত পেলাখোঁ সালাম

(১) মোহরে চরখে নবুয়ত পে রওশন দরূদ
গোলে বাগে রেসালত পে লাখোঁ সালাম। --- ঐ

(২) জিনকে সেজ্‌দে কো মেহরাবে কাবা ঝুকি
উন ভউকি লাতাফাত পে লাখোঁ সালাম। --- ঐ

(৩) শবে আছরা কে দুলা পে দায়েম দরূদ
নওশায়ে বজমে জান্নাত পে লাখোঁ সালাম। --- ঐ

(৪) হাম ইয়াছে পুকারে-আকা আহাছে শুনে
মোস্তফা কি ছামায়াত পে লাখোঁ সালাম। --- ঐ

(৫) উনকে মাওলা কে উন পর কড়োরোঁ দরূদ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উনকে আছহাব ও ইতরাত পে লাখোঁ সালাম। --- ঐ

(৬) শাফেয়ি, মালেক, আহমদ, ইমাম হানিফ
চারোঁ বাগে ইমামত পে লাখোঁ সালাম। --- ঐ

(৭) গাউছে আজম ইমামুত তুক্কা ওয়ান্নুকা
জালওয়ায়ে শানে কুদরত পে লাখোঁ সালাম। --- ঐ

(৮) আজমিরী ছানজারী খাজা গরীবে নেওয়াজ
উছ্ মঈনুদ্দিন ও মিল্লাত পে লাখোঁ সালাম। --- ঐ

(৯) নকশায়ে নকশে বন খাজা বাহাউদ্দিন
আওর মুজাদ্দেদে আল ফেছানি পে লাকোঁ সালাম। --- ঐ

(১০) ডাল দি কলব মে আজমতে মোস্তফা
হেকমতে আলা হযরত পে লাখোঁ সালাম। --- ঐ

(১১) হামারে ওস্তাদ ও মা-বাপ-ভাই ও বহিন
আহলে আওলাদ ও আশিরাত পে লাখোঁ সালাম।--- ঐ

এরপর সকলে মিলে 'মদিনে কে চাঁদ-হাজারোঁ সালাম, মদিনে কে চাঁদ লাখোঁ সালাম, মদিনে কে চাঁদ ক্রোড়ো সালাম, মদিনে কে চাঁদ বেহদ সালাম পড়বে। অতপর বসে পড়বে-

বালাগাল উলা বিকামালিহী কাশাফাদ দুজা বিজামালিহী
হাছুনাত জামিউ খিছালিহী-ছাল্লু আলাইহে ওয়া আলিহী

এরপর মুনাজাত করবে।

হায়াতুন্নবী হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর উপর দরূদ ও সালাম

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا-

(আল-কুরআন, সূরা ঃ আহযাব)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ ঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তাঁর ফিরিশতাগণ নবীর উপর দরূদ পাঠ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ ও যথাযথ ভাবে সালাম পাঠ কর।"

এই পবিত্র আয়াতখানাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর প্রত্যক্ষ প্রশংসা বিদ্যমান। এখানে ইমানদার মুসলমানদেরকে সেই পবিত্র সত্ত্বার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করার হুকুম দেয়া হয়েছে। সুবহানাল্লাহ! কি আজিব শান আমাদের আকা ও মাওলা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যে আশেক (আল্লাহ) স্বয়ং তাঁর মাশুকের (হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করে তাঁর ফেরেস্তাদের নিয়ে।

আল্লাহর প্রশংসার জন্য তাঁর মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামই যথেষ্ট। আর মাহবুব সাল্লাল্লাহু আরাইহে ওয়া সাল্লাম এর প্রশংসার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আমরা গুনাহগাররা সেই পবিত্র সত্ত্বার কিবা প্রশংসা করবো। দেখুন মাদারেজুন নবুয়্যত" শরীফ এর মধ্যে উপমহাদেরশের আলেমদের সরদার হযরত আব্দুল হক মোহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ)

সূরা কাহফ এর এই আয়াত-

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا-

(বলুন, আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য যদি সমুদ্রের পানি কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে, সাহায্যার্থে এর অনুরূপ আরও সমুদ্র আনলেও) এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ

চিন্তাশীলদের দৃষ্টিতে আল্লাহর "কমালিমাত" দ্বারা হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আরাইহে ওয়া সাল্লাম এর সর্বোচ্চ মর্যাদা এবং তাঁর ইলমকেই বুঝানো হয়েছে। তা হলে এখন আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ালো যে, দুনিয়ার সকল প্রশংসাকারী বক্তা আর লেখকগণ যদি সকল সমুদ্রের সমস্ত পানি কালি হিসেবে ব্যবহার করে প্রিয় নবী মুহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর সিফাত এবং কমালিমাত লিপিবদ্ধ করতে বসে, তাহলে এ কালি শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর সিফাত ও কমালিমাত শেষ হবে না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তবে আমরা দু'জাহানের বাদশাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর যে সামান্য তারিফ করি, তা এ ধারণায় নয় যে, আমরা তাঁর যথাযথ শানের হক আদায় করতে সক্ষম হয়েছি, বরঞ্চ এ ধারণায় যে, আমাদের নামটুকু তাঁর প্রশংসাকারীদের দপ্তরে যেন লিখা হয়ে যায়। যেমন- হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে ক্রয় করার জন্য একজন বৃদ্ধাও সূতা নিয়ে মিসরের বাজারে এসেছিল। সবাই বললো, আহম্মক কোথাকার! মুখের কথায় হুসনে ইউসুফ খরিদ করবে নাকি? লোকেরা তো তাঁকে খরিদ করার জন্য প্রাণের বাজি লাগিয়েছে, ধনভান্ডারের মুখ খুলে দিয়েছে। বৃদ্ধা বললো, এটি আমার জানা আছে। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আঃ) এর ক্রেতাদের নামের তালিকায় আমার নামটিই যুক্ত করা আমার উদ্দেশ্য।

আমাদের উদ্দেশ্যও এটাই যে, দোজাহানের বাদশাহ আল্লাহর হাবিব আমাদের আকা ও মাওলা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর প্রশংসাকারীদের দপ্তরে যাতে আমরা গুনাহগারদের নামটুকু স্থান পায়। আমিন।

তাই আমাদের উচিত সেই মহান সত্ত্বার উপর সব সময় দরূদ ও সালাম পাঠ করি।

প্রত্যেক দুআর পূর্বে এবং পরে দরূদ শরীফ পাঠ করা অত্যাবশ্যক। আর কেউ যদি দুআ বাদ দিয়ে শুধু দরূদ শরীফের উপর ভরসা করে, আল্লাহ চান তো হতে পারে তার কোন দুআই করতে হবে না; বরঞ্চ শুধু দরূদের উসীলায় তার সকল হাজত এমনিতেই পূর্ণ হয়ে যাবে। দেখুন মিশকাত শরীফের بَابُ الصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ অধ্যায়ে হযরত উবাই ইবনে কাব (রাঃ) হতে একটি হাদীছ বর্ণিত আছে যে, তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর দরবারে আরয করলেন, ইয়া রাসূলল্লাহ! আমি আপনার উপর কি পরিমাণ দরূদ শরীফ পাঠ করবো? প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি যা পার। আমি আরয করলাম এক চতুর্থাংশ, অর্থাৎ তিনভাগ ওজিফা, দুআ ইত্যাদি আর একভাগ দরূদ শরীফ পড়বো। তিনি ইরশাদ করলেন- যত পার পড়। তবে যদি দরূদের পরিমাণ আরও বাড়াতে পার, তবে সেটিই ভাল। আমি আরয করলাম যে, অর্ধেকাংশ দরূদ পড়ব। তিনি বললেন, যাই-ই পার, কিছু আরও বাড়াতে পারলেই ভাল। আমি পুনরায় আরজ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করলাম, তাহলে দুই তৃতীয়াংশ। তিনি বললেন, যা পার, কিন্তু আরও অধিক পড়তে পারলে উত্তম। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসুলল্লাহ! অন্যান্য দুআ আর ওজিফার স্থলে আমি পূর্ণ সময় দরূদের মধ্যেই কাটাতে চাই। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন– "এ দরূদ শরীফ তোমার সমস্ত পেরেশানী দূর করতে যথেষ্ট আর তা তোমার সমস্ত গুনাহ মিটিয়ে দিবে।"

মিশকাত শরীফে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আরাইহে ওয়া সাল্লাম এর উপর দরূদ অধ্যায়ে আছে–

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে একবার আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন, তার দশটি গুনাহ মার্জনা করেন এবং তার দশ দরাজাত বুলন্দ করে দেন।

মিশকাত শরীফের উক্ত অধ্যায়ে আরও উল্লেখ রয়েছে, যে বেশী করে আমার উপর দরূদ পাঠ করবে, সে কিয়ামতে আমার অতি নিকটে অবস্থান করবে। উক্ত কিতাবের একটি অধ্যায়ে এটিও রয়েছে, হযরত উমর (রাঃ) ইরশাদ করেন, দরুদ শরীফ না পড়া পর্যন্ত তোমাদের দুআ সমূহ আসমান ও জমিনের মাঝামাঝি স্থানে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে।

মিশকাত শরীফের উপরোক্ত অধ্যায়ে আছে– আল্লাহর ফেরেশতারা দরুদ পাঠকারীদের খুঁজে বেড়ান। যখন কেউ দরূদ পাঠ করে, তখনই তা আমার (হুজুর সাল্লাল্লাহু আরাইহে ওয়া সাল্লাম) দরবারে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। সুবহানাল্লাহ! দরূদে পাকের উপর কুরবান, যার বরকতে আমরা পাপীদের নাম দোজাহানের বাদশাহ আল্লাহর হাবীব এর দরবারে স্থান পায়। এর চেয়ে মহান তকদীর আর কি হতে পারে। এ হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণ করা যাবে না যে দূরবর্তী স্থানের দরূদ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম শুনেন না। কেননা ফেরেস্তারা আমলও আল্লাহর দরবারে নিয়ে যায়। তাই বলে কি আল্লাহ জানেন না? নাউযুবিল্লাহ। আল্লাহ সব দেখেন শুনেন জানেন। দেখুন জগৎ বিখ্যাত দরূদ শরীফের কিতাব "দালায়েলুল খায়রাতের" মধ্যে উল্লেখ আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, আপনার পরে যারা দুনিয়াতে আসবে তাদের দরূদ এর কি অবস্থা হবে। জবাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, যারা আন্তরিক মোহাব্বত নিয়ে দরূদ শরীফ পড়ে তাদের আমি জানি, চিনি এবং তাদের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দরূদ আমি নিজ কানে শুনি। আর যাদের আমার প্রতি মোহাব্বত নেই, তাদের দরূদ ফেরেস্তার মাধ্যমে আমার নিকট পৌঁছানো হয়। দেখুন মেশকাত শরীফের বাবুল কারামত অধ্যায়ে আছে, একবার হযরত ওমর (রাঃ) হযরত সারিয়া (রাঃ) কে সেনা প্রধান করে ৯০০ মাইল দূরে নাহোয়ান প্রদেশে প্রেরণ করেন। সেখানে তারা পাহাড়ের পাদদেশে তাঁবু ফেলেন। হঠাৎ শত্রু বাহিনী তাদেরকে চতুর্দিকে ঘিরে ফেলে। ঐ দিন ছিল শুক্রবার। হযরত ওমর (রাঃ) মসজিদে নব্বীতে জুমআর খুতবা পড়া কালিন অবস্থায় বলে উঠলেন, ইয়া সারিয়াতুল জাবাল। তখন নাহোয়ান প্রদেশে অবস্থান রত প্রত্যেকে উক্ত আহবান শুনতে পেলেন এবং প্রত্যেকে ঘুম থেকে উঠে তলোয়ার হাতে নিলেন এবং যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শত্রুর উপর বিজয় দান করলেন। পাঠকগণ লক্ষ্য করুন, মদিনা থেকে নাহোয়ান প্রদেশের দূরত্ব প্রায় ৯০০ মাইল। এই ৯০০ মাইল দূর থেকে তারা হযরত ওমর (রাঃ) এর ডাক শুনতে পেলেন। একজন সাহাবীর যদি এই ক্ষমতা হয় যে, তিনি ৯০০ মাইল দূরে কি হচ্ছে তা দেখে বলে দিলেন এবং ৯০০ মাইল দূরে অবস্থান রত প্রত্যেকে তা শুনতে পেলেন, তাহলে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আরাইহে ওয়া সাল্লাম এর ক্ষমতা কত বেশী হবে যা মানব জ্ঞানেরও বাইরে।

সূরা নমল এর মধ্যে আছে হযারত সুলাইমান (আঃ) একবার তাঁর তক্তের উপর সওয়ার হয়ে ভ্রমণ রত অবস্থায় ছিলেন। হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন পিপীলিকাদের রানী সকল পিপীলিকাদের বলছেন, তোমরা তোমাদের নিজেদের গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়। হয় তো বা তাদের অজান্তে তোমরা পদপৃষ্ঠ হয়ে মারা যেতে পার। জগৎ বিখ্যাত তাফসীরে রুহুল বয়ানের মধ্যে উল্লেখ আছে, হযরত সুলাইমান (আঃ) পিপিলিকার রানীর এই ডাক তিন মাইল দূর থেকে শুনতে পেয়েছিলেন। পাঠকগন! খেয়াল করুন, একেত পিপীলিকাদের আওয়াজ তাও আবার তিন মাইল দূর থেকে। এখন চিন্তা করুন, সেটা কত সূক্ষ্ম হতে পারে এবং কতদূর আওয়াজের সমান। তাহলে আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর ক্ষমতা কত বেশী হবে তা মানব জ্ঞান এরও বাইরে। কারণ আল্লাহ তাঁর হাবীবের নূর থেকে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। দেখুন আযরাইল (আঃ) আমাদের নবীর নূর থেকে সৃষ্টি। তার সামনে পৃথিবীটা একটা প্লেটের মত। তাহলে আমাদের আকা ও মাওলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর ক্ষমতা কত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বেশী হবে তা ভেবে দেখুন। সুতরাং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর চোখের সামনে আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টি রয়েছে। তিনি সব দেখেন এবং সব জানেন। সুবহানাল্লাহ!

হযরত বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) তাঁর স্বরচিত কাসীদায়ে গাউসিয়া শরীফের মধ্যে এরশাদ করেন–

نَظَرْتُ اِلٰى بِلَادِ اللّٰهِ جَمْعًا- كَخَرْدَلَةٍ عَلٰى حُكْمِ اتِّصَالِ

অর্থাৎ– আমি স্রষ্টার সৃষ্টির প্রতি তাকালাম, তা আমার কাছে একটি সরিষার দানার মত দৃষ্ট হলো। আউলিয়াকুল শিরমনি বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ) এর ক্ষমতা যদি এই হয়, তাহলে আল্লাহর হাবিব যার নূর থেকে সমস্ত সৃষ্টি,তাঁর কি ক্ষমতা হবে এটা আপনারাই বলুন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টি আমাদের আকা ও মাওলা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর চোখের সামনে রয়েছে। তিনি সব কিছু দেখছেন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে সব সময় পূর্ণ আদবের সাথে উভয় জগতে থাকার তৌফিক দান করুন। আমিন।

আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ইরশাদ ফরমান–

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ

(সুরা ফীল, আয়াত নং-১)

অর্থাৎ- আপনি কি দেখেন নি আপনার প্রভু হাতী বাহিনীর সাথে কেমন ব্যবহার করেছিল? এখানে فَعَلَ আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী "ফেলে মাজী" past tense (অতীতকাল ক্রিয়া)। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর পৃথিবীতে আগমনের ৫০ দিন পূর্বে আবরাহা বাহিনী কর্তৃক কাবা ঘর ধ্বংসের জন্য আগমনের সেই কাহিনী আল্লাহ তাঁর হাবিবকে বলছেন। সুতরাং বুঝা গেল, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মায়ের পেটে থাকা কালিনও সব কিছু দেখতেন।

মেশকাত শরীফ মোজেযাত অধ্যায় এবং বুখারী শরীফ ২য় খণ্ডে মুতার জেহাদ এর ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মদিনায় বসে কয়েকশ মাইল দূরের কথা দেখে দেখে বলে দিলেন যে, এই মাত্র যায়েদ শহীদ হয়ে গেল, এখন জাফর শহীদ হয়ে গেল, অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শহীদ হয়ে গেল। তারপর বললেন এখন খালেদ ইবনে ওলীদ এর হাতে জান্ডা এসেছে। আল্লাহ তাঁর হাতে বিজয় দান করবেন।

মেশকাত শরীফ বাবুল কারামত অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের সাথে আমার মোলাকাতের জায়গা হলো হাউজে কাউসার, যা আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি। প্রিয় পাঠক বৃন্দ! হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর ক্ষমতা দেখুন, তিনি পৃথিবীতে বসে জান্নাত দেখছেন। কোথায় দেখা হবে তাও বলে দিলেন। মেশকাত শরীফের আর এক হাদিসে এসেছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা নামাযের কাতার সোজা রাখ, কেননা আমি তোমাদেরকে পিছন থেকেও দেখতে পাই।

যেহেতু আল্লাহর নূর থেকে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এবং তার নূর থেকে সমস্ত কিছু সৃষ্টি হয়েছে, সেহেতু আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর চোখের সামনে রয়েছে সমস্ত সৃষ্টি জগৎ। আল্লাহ বে-বুঝদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর হাকিকত বুঝার তৌফিক দান করুন। আমিন।

একবার সুলতান মাহমুদ তাঁর দরবারের সবাইকে হুকুম দিলেন, তোমরা আমার ঘরের সব সম্পদ নিয়ে নাও। আদেশ পেয়ে প্রত্যেকেই শাহী সম্পদ নেয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিন্তু আয়ায (রঃ) সুলতানের পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন। সুলতান তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আয়ায! তুমি কেন কিছুই নিচ্ছ না। তিনি আরয করলেন, সবাই তো বিভিন্ন সম্পদ নিচ্ছে। আর আমি হুজুরকেই নিলাম– যিনি এ সমস্ত সম্পদের মালিক। তখন সুলতান মাহমুদ বললেন, তুমি আমাকে নিয়েছ। অতএব আমিও তোমাকে নিলাম। তুমি আমার আর আমি তোমার। এমনি ভাবে সব প্রকারের দুআ দ্বারা দুনিয়া পাওয়া যায় আর দরূদ শরীফের তেলাওয়াত দ্বারা মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে পাওয়া যায়। তাঁকে পাওয়া গেলে আর কিসের অভাব?

মস্‌নবী শরীফের মধ্যে আছে– একবার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একটি মৌচাকের মৌমাছিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ভাবে মধু তৈরী করে থাক? সে উত্তরে আরয করলো– হে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম! আমি বাগানে গিয়ে বিভিন্ন রকমের ফুলের রস চুষে নেই, তারপর সেই

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রস মুখে করে এনে মৌচাকে ঢেলে দেই, আর সেইটি মধু হয়ে যায়। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পুনরায় জানতে চাইলেন, এই রসে মিষ্টি কি ভাবে সৃষ্টি হয়। কেননা ফুলের রস তো মিষ্টি নয়। তখন মৌমাছিটি আরয করলো– রস সংগ্রহের সময় আমরা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর উপর দরূদ পাঠ করি। তখন তিতা দূর হয়ে তা মিঠায় পরিণত হয়ে যায়। যে ভাবে দরূদের উসীলায় মধু সকল রোগের প্রতিষেধক হয়ে যায় ঠিক তেমনি ভাবে সকল প্রকার দুআ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর মহান নাম মোবারকের বরকতে গুনাহ্‌র রোগের নিরাময়কারী হতে পারে।

আর একটি সুসংবাদ হলো দরূদের উসিলায় স্বপ্ন যোগে আমাদের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর জিয়ারত নসীব হয়ে যাবে। এমনকি জাগ্রত অবস্থায়ও হতে পারে।

কতিপয় বিশেষ দরূদ শরীফ

সকল প্রকার দরূদ এর মধ্যে দরূদে তাজই উত্তম।

দরূদ তাজ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ التَّاجِ وَالْمِعْرَاجِ وَالْبُرَاقِ وَالْعَلَمِ دَافِعِ الْبَلَاءِ وَالْوَبَاءِ وَالْقَحْطِ وَالْمَرَضِ وَالْاَلَمِ- اِسْمُهٗ مَكْتُوْبٌ مَرْفُوْعٌ مَشْفُوْعٌ مَنْقُوْشٌ فِى اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ- سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ- جِسْمُهٗ مُقَدَّسٌ مُعَطَّرٌ مُطَهَّرٌ مُنَوَّرٌ فِى الْبَيْتِ وَالْحَرَمِ شَمْسِ الضُّحٰى بَدْرِ الدُّجٰى صَدْرِ الْعُلٰى نُوْرِ الْهُدٰى كَهْفِ الْوَرٰى مِصْبَاحِ الظُّلَمِ- جَمِيْلِ الشِّيَمِ شَفِيْعِ الْاُمَمِ صَاحِبِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ- وَاللّٰهُ عَاصِمُهٗ وَجِبْرِيْلُ خَادِمُهٗ وَالْبُرَاقُ مَرْكَبُهٗ وَالْمِعْرَاجُ سَفَرُهٗ وَسِدْرَةُ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

الْمُنْتَهٰى مَقَامُهٗ وَقَابَ قَوْسَيْنِ مَطْلُوْبُهٗ وَالْمَطْلُوْبُ مَقْصُوْدُهٗ وَالْمَقْصُوْدُ مَوْجُوْدُهٗ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتِمِ النَّبِيِّيْنَ- شَفِيْعِ الْمُذْنِبِيْنَ اَنِيْسِ الْغَرِيْبِيْنَ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ رَاحَةِ الْعَاشِقِيْنَ مُرَادِ الْمُشْتَاقِيْنَ شَمْسِ الْعَارِفِيْنَ- سِرَاجِ السَّالِكِيْنَ- مِصْبَاحِ الْمُقَرَّبِيْنَ- مُجِيْبِ الْفُقَرَاءِ وَالْغُرَبَاءِ وَالْمَسَاكِيْنَ سَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ- نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ اِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ- وَسِيْلَتِنَا فِى الدَّارَيْنِ- صَاحِبِ قَابَ قَوْسَيْنِ مَحْبُوْبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا- مَوْلَانَا وَمَوْلَى الثَّقَلَيْنِ اَبِى الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ نُوْرٌ مِّنْ نُوْرِ اللّٰهِ يَا اَيُّهَا الْمُشْتَاقُوْنَ بِنُوْرِ جَمَالِهٖ صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا-

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহুম্মা ছাল্লিআলা ছাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদিন ছাহিবিত তাজে ওয়াল মি'রাজে ওয়াল বোরাকে ওয়াল আলাম। দাফিয়িল বালায়ে ওয়াল ওবায়ে ওয়াল কাহ্‌তে ওয়াল মারাজে ওয়াল আলাম। ইছ্‌মুহু মাকতুবুম মারফুউম মাশফুউম মানকুশুন ফিল লাওহে ওয়াল কালাম। ছাইয়্যিদিল আরাবে ওয়ার আজাম। জিছমুহু মোকাদ্দাছুম মোয়াত্তারুম মোতাহ্‌হারুম মোনাওয়ারুন ফিল বাইতে ওয়াল হারাম। শাম্‌ছিদ্দোহা বাদরিদ্দুজা ছাদ্‌রিল উলা নূরিল হুদা কাহফিল ওয়ারা মিছবাহিজ জুলাম। জামীলিশ শিয়ামে শাফীইল উমামে ছাহিবিল জুদে ওয়াল কারাম। ওয়াল্লাহু আছিমুহু ওয়া জিবরীলু খাদিমুহু। ওয়াল বোরাকু মারকাবুহু ওয়াল মি'রাজু ছাফারুহু ওয়া ছিদ্‌রাতুল মোনতাহা মাকামুহু ওয়াক্বাবা কাউছাইনি মাতলুবুহু। ওয়াল মাত্‌লুবু মাকছুদুহু ওয়াল মাকছুদু মাওজুদুহু। ছাইয়্যিদিল মোরছালীনা ওয়া খাতামুন নাবিয়্যীনা। শাফীইল মোজনেবীনা আনিছিল গারিবীন। রাহমাতাল্লীল আলামীনা রাহাতিল আশেকীন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মুরাদিল মোশতাকীনা শামছিল আরিফীন। ছিরাজিছ ছালিকীনা মিছবাহিল মুক্বারারাবীনা মহিব্বিল ফোকারায়ে ওয়াল গুরাবায়ে ওয়াল মাছাকীন, ছাইয়্যেদিছ ছাকালাইনি নাবিয়্যিল হারামাইন। ইমামিল ক্বিবলাতাইনি ওয়াছিলাতিনা ফিদদারাইন। সাহিবি ক্বাবা কাওছাইনি মাহবুবি রাব্বিল মাশরিক্বাইনে ওয়াল মাগরিবাইন। জাদ্দিল হাছানি ওয়াল হুছাইন মাওলানা ওয়া মাওলাহু ছাকালাইন। আবিল কাছিমি মুহাম্মাদ ইবনি আব্দুল্লাহ। নূরী মিন্ নূরিল্লাহ। ইয়া আইয়্যুহাল মুশতাকুনা বিনূরী জামালিহী ছাল্লু আলাইহে ওয়া ছাল্লেমু তাছলীমা।

দরূদে শেফা

এই দরূদে শেফা নিয়মিত সকালে ৩ বার এবং সন্ধ্যায় ৩ বার পাঠ করে নিজের শরীরে ফু দিলে ইনশাআল্লাহ মৃত্যু ব্যতীত সর্বপ্রকার রোগ থেকে আল্লাহ শেফা দান করবেন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ دَاءٍ وَدَوَاءٍ وَبِعَدَدِ كُلِّ عِلَّةٍ وَّشِفَاءٍ-

আল্লাহুম্মা ছল্লে আলা সৈয়্যদেনা মুহাম্মদ বেআদদে কুল্লে দায়িন ওয়া দাওয়ায়ে ওয়া বেআদদে কুল্লে ইল্লাতিন ওয়াশিফাইন।

দরূদে নূরে জাতি

এই দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে এক লক্ষ বার দরূদ পাঠের সওয়াব পাওয়া যায়। (ফাজায়েলে দরূদ ও সালাম)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النُّوْرِ الذَّاتِى السَّارِىْ فِىْ جَمِيْعِ الْاٰثَارِ وَالْاَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحٰبِهٖ وَسَلِّمْ-

আল্লাহুম্মা ছল্লে আলা সৈয়্যদেনা মুহাম্মাদিনিন নূরিজ জাতিস সারী ফি জমিয়িল আসারে ওয়াল আসমায়ে ওয়াস সাফাতে ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়াসাল্লাম।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দরূদে সায়াদত

এই দরূদ শরীফ ১ বার পাঠ করলে ছয় লক্ষ (৬০০০০০) বার দরূদ শরীফ পড়ার সওয়াব হাসিল হয়। (দালায়েলুল খায়রাত শরীফ)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلٰوةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ-

আল্লাহুম্মা ছল্লে আলা সৈয়্যদেনা মুহাম্মাদিন আদদা মা ফি ইলমিল্লাহে ছালাতান দায়েমাতান বেদওয়ামে মুলকিল্লাহ।

একটি মশহুদ দরূদ শরীফ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ

আস-সালাতু আস-সালামু আলাইকা ইয়া রসূলল্লাহ
আস-সালাতু আস-সালামু আলাইকা ইয়া হাবীবুল্লাহ

কতিপয় জরুরী আমল ও চিকিৎসা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর শারীরিক চিকিৎসা তিন প্রকার ছিল ঃ

(১) পদার্থগত ঔষধির মাধ্যমে
(২) আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োগ ও দোয়ার মাধ্যমে
(৩) উভয় প্রকারের সংমিশ্রণের মাধ্যমে।

হযরত আয়েশা রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহা এর রেওয়ায়েত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ দুধের ছরীদ (দুধে রুটি ভিজিয়ে তৈরী খাদ্য) রোগীর শক্তি যোগায় এবং কাতরতা দূর করে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কারও ব্যথা ও অরুচির কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জানানো হলে তিনি বলতেন ঃ তলবীনা (দুধ মিশ্রিত খাদ্য) তৈরী করে তাকে খাওয়ানো উচিত। তিনি আরও বলতেন– সেই সত্ত্বার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, এটা (তলবীনা) তোমাদের পেটকে এমনভাবে ধৌত করে দেয়, যেমন তোমরা তোমাদের মুখ মন্ডলের ময়লা ধৌত কর।

মধুর কার্যকারিতা

হযরত আবু হোরায়রা রাদি আল্লাহ তায়ালা আনহু এর রেওয়ায়েত, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন– যে ব্যক্তি প্রতিমাসে তিন দিন সকাল বেলায় মধু চেটে খাবে সে কোন বড় রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে না।

(ইবনে-মাজা, বায়হাকী)

কালি জিরার কার্যকারিতা

হযরত আবু হোরায়রা রাদি আল্লাহু আনহু এর রেওয়ায়ত, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন– কালি জিরা একমাত্র মৃত্যু ছাড়া সর্ব রোগের ঔষধ। (বুখারী, মুসলিম)

যয়তুন তৈল

হযরত যায়েদ ইবনে আকরাম রাদি আল্লাহু আনহু বলেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যাতুল জাম্ব তথা বাতরোগে যয়তুন তৈল ও রসূনের উপকারিতা বর্ণনা করেছেন। (তিরমিযী, মেশকাত)

হযরত যায়েদ ইবনে আকরাম রাদি আল্লাহু আনহু বলেন– রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে কুস্‌তে বাহরী এবং যয়তুন তৈল দ্বারা নিউমোনিয়া রোগের চিকিৎসা করার নির্দেশ দিয়েছেন। (তিরমিজী শরীফ)

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন– তোমরা ঔষধ দ্বারা রোগের চিকিৎসা কর, হারাম বস্তু দ্বারা নয়। (আবু দাউদ শরীফ)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নযর, বালা-মুসিবত ও রোগ ব্যাধির জন্য রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর বিশেষ একটি দোয়া

اَذْهِبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لَاشِفَاءَ اِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَايُغَادِرُ سَقَمً–

অর্থাৎ ওগো মানুষের রব! কষ্ট দূর করুন এবং আরোগ্য দান করুন। আপনিই আরোগ্যদাতা। আপনার নিরাময় ব্যতীত কোন নিরাময় নেই। এমন নিরাময় দিন, যাতে কোন রোগ আর অবশিষ্ট না থাকে। (বুখারী শরীফ, মাদারেজুন নবুয়াত শরীফ)

হযরত ওসমান গণী রাদি আল্লাহু আনহু বলেন– আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় তিন বার করে এই দোয়া পাঠ করবে, তাকে সেই দিন ও রাত্রির সকল বালা মসিবত থেকে হেফাযতে রাখা হবে।

দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَايَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْئٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ–

অর্থাৎ আল্লাহর নামে আমরা সকাল ও সন্ধ্যা করলাম– যার নামের বরকতে আকাশ ও পৃথিবীতে কোন কিছু ক্ষতি করতে পারে না তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাত।

অন্য হাদিসে আয়াতে শেফার দ্বারা চিকিৎসা করার জন্য রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে–

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আয়াতে শেফা

وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ

আল্লাহ তাআলা মোমিনদের অন্তরকে রোগ মুক্ত করেন। (সূরা তওবা, আয়াত নং-১৪)

وَشِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ

এবং অন্তরের রোগ সমূহের প্রতিষেধক (সূরা ইউনুস, আয়াত নং-৫৭)

يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ

মৌমাছির পেট থেকে নিগৃত হয় বিভিন্ন রং এর পানীয় বস্তু। এতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগ মুক্তি (সূরা নহল, আয়াত নং-৬৯)

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

কোরআনে আমি এমন বিষয় নাযিল করি, যা মোমিনদের জন্য রোগমুক্তি ও রহমত স্বরূপ। (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত নং-৮২)

وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ

যখন আমি অসুস্থ হই, তখন আল্লাহ আমাকে রোগ মুক্তি দান করেন। (সূরা শোয়ারা, আয়াত নং- ৮০))

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ

বলে দিন, এটা মোমিনদের জন্য হেদায়েত ও রোগ মুক্তি। (সূরা হা-মীম-সেজদা, আয়াত নং-৪৪)

আহাদ নামা

হযরত জাবের রাদি আল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর নিকট হতে শুনেছি যে, মানুষের দেহে তিন হাজার ব্যাধি রয়েছে। তার মধ্যে এক হাজারের ঔষধ চিকিৎসগণ অবগত আছেন এবং তাঁরা তার চিকিৎসা করে থাকেন। আর বাকী দু'হাজারের ঔষধ কেহই অবগত নহে। যে ব্যক্তি এই আহাদনামা পাঠ করবে এবং লিখে নিজের সঙ্গে রাখবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে ঐ তিন হাজার ব্যাধি হতে বাঁচিয়ে রাখবেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمِ- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعْهَدُ اِلَيْكَ فِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا بِاَنِّىْ اَشْهَدُ اَنْ لَّااِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ فَلَا تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ فَاِنَّكَ اِنْ تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ تُقَرِّبْنِىْ اِلَى الشَّرِّ وَتُبَاعِدْنِىْ مِنَ الْخَيْرِ وَاِنِّىْ لَااَتَّكِلُ اِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَاجْعَلْ لِىْ عِنْدَكَ عَهْدًا تُوَفِّيْهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ- وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ- بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ-

কোরআন ও মধুর মধ্যে রোগ মুক্তি

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মশউদ (রাঃ) এর রেওয়ায়েত, হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন– দুটি আরোগ্য দানকারী বস্তুকে তোমরা অপরিহার্য করে নাও, একটি মধু ও অপরটি কোরআন মজীদ। (ইবনে-মাজা, বায়হাকী)

এস্তেগফার

হযরত যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন– যে নিম্নোক্ত ভাষায় আল্লাহ তাআলার দরবারে তওবা ও এস্তেগফার করে, তাকে অবশ্যই ক্ষমা করা হবে- যদিও সে জেহাদের ময়দান থেকে পলায়নের গুরুতর গোনাহ করে থাকে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এস্তেগফার

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

(তিরমিযী শরীফ, আবু দাউদ শরীফ)

সায়্যিদুল এস্তেগফার

রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন- যে ব্যক্তি খাঁটি ভাবে ও অন্তরের বিশ্বাস সহকারে আল্লাহর দরবারে এই আরযি দিনের কোন এক অংশে পেশ করে এবং সেদিনই রাত্রি শুরু হওয়ার পূর্বে তার মৃত্য হয়ে যায়, সে নিঃসন্দেহে জান্নাতে যাবে। অনুরূপ ভাবে যদি কেউ রাত্রির কোন এক অংশে এই এস্তেগফার পাঠ করে এবং সকাল হওয়ার পূর্বেই মারা যায় তবে সে নিঃসন্দেহে জান্নাতী হবে। (বুখারী শরীফ)

এস্তেগফার

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ وَاَبُوْءُ بِكَ بِنِعْمَتِكَ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهُ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

সারা জীবনের কাযা নামায আদায়ের নিয়ম

যদি কারো নামায কাযা হইয়া যায় এবং ওয়াক্তের সংখ্যা জানা না থাকে, সে শুক্রবার দিন যে কোন সময় এই নিয়তে চার রাকআত নফল নামায এক সালামে আদায় করবে। নিয়ত–

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ النَّفْلِ تَكْفِيْرًا لِلصَّلٰوةِ الْقَضَاءِ الَّتِىْ فَاتَتْ مِنِّىْ فِىْ جَمِيْعِ عُمْرِىْ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ–

প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতেহার পর একবার আয়াতুল কুরসী এবং পনেরো

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বার ইন্না আ'তায়না পড়বে।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহু বলেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি এই নামায দুইশত বৎসরের কাযা নামাযের কাফ্ফারা স্বরূপ হবে। হযরত ওমর রাদি আল্লাহু আনহু বলেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ইহা ছারিশত বৎসরের কাযা নামাযের কাফ্ফারা স্বরূপ হবে। হযরত আলী রাদি আল্লাহু আনহু বলেন– হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে আমি এরশাদ করতে শুনেছি ইহা সাত শত বৎসরের নামাযের কাফ্ফারা স্বরূপ হবে।

বৎসরের সংখ্যার মতভেদ ওহীর মতভেদ অনুযায়ী বর্ণিত হয়েছে। সাহাবা কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন– ইয়া রাসূলল্লাহ! আমাদের বয়সতো সত্তর আশি বৎসর পর্যন্ত হয়ে থাকে, এত অধিক সংখ্যক বৎসর বলার রহস্য কি?

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন– এই নামায তাদের বাবা, মা এবং নিকটতম আত্মীয়-স্বজনদের নামাযের কাফ্ফারা স্বরূপও হবে। এই নামায আদায় করার পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর প্রতি একশত বার দরূদ শরীফ এবং নিম্ন লিখিত দোআ পাঠ করবেন।

اَللّٰهُمَّ يَا سَابِقَ الْفَوْتِ وَيَا سَامِعَ الصَّوْتِ وَيَا مُحْىِ الْعِظَامِ بَعْدَ الْمَوْتِ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ خَرَجًا وَّمَخْرَجًا مِمَّا اَنَا فِيْهِ اِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ يَارَاحِمَ الْعَطَايَا وَيَا غَافِرَ الْخَطَايَا سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبَّنَا وَرَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِىُّ الْاَعْظَمُ يَاسَاتِرَ الْعُيُوْبِ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَاارْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ اَجْمَعِيْنَ–

(মাকতুবাতে সদী ৩য় খন্ড-পৃষ্ঠা নং-৭৩)

শারফুদ্দীন আহম্মদ ইয়াহিয়া মানেরী (রহঃ)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ছালাতুত তাছবীহ নামায

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সর্বদা এই নামায পড়তেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি এই নামায পড়বে তার ছগিরা, কবিরা, জানা, অজানা, আগের, পিছনের এমনকি জীবনের সমস্ত গোনাহ আল্লাহ পাক মাফ করে দেবেন এবং আরও বলেছেন যে, এই নামায প্রত্যহ ১ বার পড়বেন, না পারলে সপ্তাহে একবার, তা না পারলে মাসে একবার, তা না পারলে বৎসরে ১ বার, তাও না হলে জীবনে একবার হলেও পড়ে নিবেন।

এই নামায ৪ রাকাত। একই নিয়মে পড়তে হয়। যে কোন সময় পড়া যায়। নামাযে দাঁড়ায়ে নিয়ত করত তাকবির তাহরিমা ও ছানা পড়ে সূরা ফাতেহার পূর্বে "সুবহানাল্লাহে ওয়াল হামদুলিল্লাহে ওয়া লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার" ১৫ বার পড়তে হয়। তারপর সূরা ফাতিহা পড়ে যে কোন একটি সূরা পড়ে এই তছবীহ ১০ বার পড়তে হয়। তারপর রুকুতে গিয়ে রুকুর তাছবীহ পড়ে এই তছবীহ ১০ বার পড়তে হয়। তারপর রুকু হতে দাঁড়ায়ে ১০ বার পড়তে হয়। তারপর সেজদায় গিয়ে সেজদার তছবীহ পড়ার পর এই তছবীহ ১০ বার পড়তে হয়, এরপর প্রথম সেজদা হতে উঠে বসে এই তাছবীহ ১০ বার পড়তে হয়। তারপর আবার সেজদায় গিয়ে সেজদার তাছবীহ পড়ার পর এই তাছবীহ ১০ বার পড়তে হয়। এ ভাবে প্রথম রাকাতে মোট ৭৫ বার হিসাবে ৪ রাকাতে এই তাছবীহ ৩০০ বার পড়তে হবে। বাকী ৩ রাকাত প্রথম রাকাতের মতই পড়তে হবে।

তাহাজ্জুদ নামায

এই নামায ৪ হতে ১২ রাকাত পর্যন্ত পড়া যায়। রাত্রি ১২টার পর হতে সুবেহ সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে এই নামায পড়া যায়। তবে এ নামায ঘুম থেকে উঠে পড়তে হয়। দুই দুই রাকাত করে প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহরে পর সূরা এখলাছ ৩ বার পড়তে হয়।

এই নামায পাঠকারী প্রার্থনার মাধ্যমে আল্লাহর ক্ষমা লাভ করে, জীবিকা লাভ করে ও দুনিয়ার বালা মুছিবত হতে রক্ষা পায়। পবিত্র হাদিস শরীফে আছে ঃ

অর্ধে রাত্রির দুই রাকাত নামায দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যত সম্পদ আছে তার চেয়েও অধিক মূল্যবান।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এশরাকের নামায

এই নামায সূর্য উঠার পর হতে দুই ঘন্টার মধ্যে পড়তে হয়। এই নামাজ দু'রাকাত হতে চারি রাকাত পর্যন্ত পড়তে হয়। এই নামায পড়লে ১ হজ্ব ও ১ ওমরার ছওয়াব পাওয়া যায়। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা একলাস ৩ বার করে পড়তে হবে। যে ব্যক্তি এই নামায পড়বে, আল্লাহ পাক ঐ দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তার যত মকসুদ আছে সমস্ত পুরা করে দিবেন এবং বেহেস্তের মধ্যে তার জন্য ৭০টি বালাখানা তৈরীর করে দিবেন।

চাশতের নামায

এই নামায এশরাকের নামাযের পর হতে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত ৪ রাকাত হতে ৮ রাকাত পর্যন্ত পড়া যায়। যে কোন সূরা দিয়ে এই নামায পড়া যায়। এই নামায পাঠকারী কখনও গরীব হবে না এবং তার জন্য বেহেস্তে স্বর্ণের ঘর তৈয়ার করা হবে।

আওয়াবীনের নমায

এই নামায ৬ রাকাত হতে ২০ রাকাত পর্যন্ত পড়া যায়। ২ দুই রাকাত করে মাগরিবের নামাযের পর এই নামায পড়তে হয়। এই নামায পড়লে ১২ বৎসর এবাদতের ছওয়াব পাওয়া যায়।

জিকির

সর্বশ্রেষ্ঠ জিকির হলো ঃ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

তরীকতের বিভিন্ন জিকির আপন পীর সাহেবের কাছ থেকে এজাযত নিয়ে সেই অনুযায়ী করাই বাঞ্ছনীয়। তবে উদাহরণ স্বরূপ একটি জিকির এর নমুনা দেখানো হলো ঃ

"লা মাউজুদা ইল্লাল্লাহ"

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত মউজুদ বা অস্তিত্বশীল কেহই নয়।

এই তাওহীদ দ্বারা আমরা ফানা ফিল্লাহ ও বাকা বিল্লাহ মাকাম লাভ করতে পারি।

এলেম ও তার প্রয়োজনীয়তা

এলেম হাসিল করা প্রত্যেক মুসলমান এর জন্য ফরজ। (কুরআন মজীদ-হাদিস শরীফ)

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ এলেম অর্জন এর জন্য প্রয়োজন হলে চীন দেশে চলে যাও।

আল্লাহ পাক বলেন ঃ

খোদার বান্দাদের ভেতরে কেবল আলেম সমাজই খোদাকে ভয় করে।

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ একজন আলেমের মোহ মুক্ত প্রাণের দু'রাকাত নামায অসংখ্য ইবাদতকারীর যুগ যুগ ধরে মিলিত ইবাদতের চেয়েও উত্তম।

হযরত জুননুন মিশরী (রঃ) কি চমৎকার বলেছেন ঃ

আলেম ভিন্ন গোটা পৃথিবী মৃত। আলেমদের ভেতরেও বে-আমলরা নিদ্রিত। আলেম যতই আমল করুক, এখলাস বা আন্তরিকতা না থাকলে নিরর্থক ধোকাবাজী মাত্র। আন্তরিক বা একনিষ্ঠ কর্তব্য সাধনের পথে বিরাট অন্তরায় ও বিপদ আপদ রয়েছে।

(এখানে আলেম বলতে যিনি জাহেরী এবং গুপ্ত উভয় এলেমের অধিকারী সেই আলেমকে বুঝানো হয়েছে)

যে ব্যক্তি জাহেরী আমলের সাথে বাতেনী প্রক্রিয়াগুলোর যোগাযোগ সম্পর্কে ইলেম রাখে না, জাহেরী আমল কিভাবে বাতেনী উপসর্গের দ্বারা নষ্ট হয় তাও জানে না, তার জাহেরী আমল রক্ষা পাওয়া কঠিন। এক কথায় এ ধরনের লোকের সব ইবাদত বরবাদ হয়ে যায়। তাদের কাছে পাপাচার ছাড়া আর কিছুই আশা করা যায়

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

না। এর চেয়ে দুর্ভাগ্য ও বঞ্চনার ব্যাপার আর কি হতে পারে? এ কারণেই রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ এলেম হাসিল করে নিদ্রা যাওয়া মূর্খতা নিয়ে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম।

এলেম

এলেম চার প্রকার। যথাঃ

(১) প্রকাশ্য শরীয়তের যাবতীয় আদেশ ও নিষেধাবলী।

(২) গুপ্ত এলেম, ইহার নাম এলেমে বাতেন ও তরীকত।

(৩) মারেফাত বা গোপন এলেম রহস্য।

(৪) সর্বগুপ্ত এলেম বা এলমে হাকীকত।

এই চারি প্রকার এলেম হাসিল করা প্রয়োজন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ

শরীয়ত আমার নির্দেশাবলী, তরীকত আমার কর্ম জীবন, হাকীকত আমার অবস্থান, মারেফত আমার রহস্য ভেদ।

কোন আলেম যদি সহস্রাধিক কিতাব পাঠ করেও গুপ্ত তত্ব জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম না হয় তবে সে আলেম নামে অভিহিত হবে না। জাহেরী আলেমের জাহেরী এলম দ্বারা মানুষ কখনও রূহানিয়াত বা আধ্যাত্মিক শক্তি প্রাপ্ত হয় না।

জাহেরী আলেম পবিত্র হেরেম (আল্লাহর নৈকট্য লাভের দরবার) পৌছতে সক্ষম হবে না। ফলে সে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা হতে বঞ্চিত থাকবে। কেননা, উহা উচ্চে আরোহন করার জ্ঞান, যেমন– পক্ষীকূল দুটি ডানার সাহায্যে অতি উচ্চ আকাশের দিকে উড়তে পারে। একটি ডানার সাহায্যে কখনও পাখি উড়তে পারে না। তেমনি জাহেরী আলেম মাত্র একটি ডানার অধিকারী। সুতরাং সে কি ভাবে উড়ে সেই পবিত্র হেরেম পর্যন্ত পৌছবে। যে আলেম এলমে জাহেরী ও গুপ্ত জ্ঞানের অধিকারী, তিনিই উক্ত উন্নত জগতে প্রবেশ করতে পারবেন।

রাসুলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন– আমার উম্মতের আলেমরা বনি ইসরাইল সম্প্রদায়ের নবীদের মত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জগৎ বিখ্যাত তফসীর, তাফসীরে রূহুল বয়ানের মধ্যে একটি চমৎকার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, পবিত্র মে'রাজ রজনীতে বাইতুল মোকাদ্দাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সমস্ত নবীদের ইমাম হয়ে নামায পড়ালেন। তখন হযরত মুসা আলাইহিস সালাম আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে একটি প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসুলল্লাহ! আপনি বলেছেন যে আপনার উম্মতের আলেমগণ বনি ইসরাইলের নবীদের মত। আমি এ রকম একজন আলিম দেখতে চাই। এর উত্তরে রসুলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হযরত ইমাম গাজ্জালী রহমতুল্লাহ আলাইহে এর প্রতি ইঙ্গিত করলেন। তখন মুসা আলাইহিস সালাম ইমাম গাজ্জালী রহমতুল্লাহ আলাই কে একটি প্রশ্ন করলেন। ইমাম গাজ্জালী (রঃ) মুসা আলাইহিস সালাম এর সেই প্রশ্নের ১০ রকমের ১০টি উত্তর দিলেন। তখন মুসা আলাইহিস সালাম ইমাম গাজ্জালী (রঃ) কে বললেন, হে গাজ্জালী! আমি তো আপনাকে একটি প্রশ্ন করেছি, কিন্তু আপনি এতগুলো উত্তর কেন দিলেন? তখন ইমাম গাজ্জালী (রঃ) অনেক আদবের সাথে বললেন, হুজুর বেয়াদবী মাপ করবেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে তো একটি প্রশ্নই করেছিলেন যে, "হে মুসা (আলাইহিস সালাম) তোমার ডান হাতে ওটা কি" তখন আপনি বলেছিলেন এটা আমার লাঠি, এতে ভর দেই, এর দ্বারা বৃক্ষ পত্র পারি আমার মেষপালের জন্য। এ ছাড়া আরও অন্যান্য কাজে লাগে। আসলে এতগুলো উত্তর না দিয়ে একটি উত্তর "এটা আমার লাঠি" বললেই যথেষ্ট ছিল। মুসা আলাইহিস সালাম এ জবাব শুনে চুপ হয়ে গেলেন।

(এখানে আলেম বলতে ঐ আলেমদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা জাহেরী ও বাতেনী (গুপ্ত) উভয় এলেমের অধিকারী)

মুর্খ লোকদের সোহবত ত্যাগ

পবিত্র কোনআন মজিদে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

(সূরা আরাফ, আয়াত নয়- ১৯৯)

অর্থাৎ আল্লাহ বলেন, নবীবর! ক্ষমার পথ অবলম্বন করুন এবং লোক দিগকে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সৎ কাজ করার আদেশ করুন এবং মূর্খ লোকদের সাহচর্য হতে দূরে সরে থাকুন।

শাইখুল মাশায়েখ হযরত ইয়াহিয়া বিন মায়াজ (রঃ) কি চমৎকার বলেছেন ঃ তিন ধরনের লোকদের সোহবত থেকে বিরত থেকোঃ

(১) গাফেল ওলামা

(২) ভণ্ড ফকীর

(৩) জাহেল সুফী

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বলেন ঃ

আমি মৃতকে জীবন দান করেছি কিন্তু মূর্খকে সংশোধন করতে পানি নি।

মহাত্মা শায়খ সাদি (রঃ) বলেন ঃ

আরোগ্যর আশা যদি জ্ঞানতঃ রাখ তুমি মনে
দেখাও তাহারে হাত, যে বৈদ্য রোগ ভাল চেনে।
জ্ঞানীরা বলেন ঃ হাতুড়ে ডাক্তার জবীন নাশক
আর নীম মোল্লা ধর্ম নাশক।

মহাত্মা ইমাম গাজ্জালী (রঃ) তাঁর রচিত মিশকাতুল আনোয়ার নামক কিতাবে কি চমৎকার বলেছেন–

"জ্ঞানান্বেষীদের থেকে জ্ঞান গোপন করা যেমন অন্যায়, অযোগ্যদের কাছে জ্ঞানের গোপনীয়তা প্রকাশ করাও তেমনি অন্যায়"।

যোগ্য সাপুড়ে কখনও শিশুদের সামনে সাপ ধরেন না এই কারণে, যদি শিশুরা তার অনুকরণ করে তবে মৃত্যু অবধারিত। তদ্রুপ যারা প্রকৃত গুপ্ত এলেম সম্বন্ধে অবগত আছেন তারাও তাদের এলেম মূর্খ, জাহেল সুফী এবং অযোগ্যদের কাছে সেই মহামূল্যবান গুপ্ত এলেমের ভেদ প্রকাশ করেন না।

তাসাউফ

ইহলৌকিক ও পরলৌকিক মুক্তির জন্য তাসাউফ শিক্ষা করা একান্ত দরকার। এই তাসাউফ হলো ইসলামের প্রাণ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

এই فَنَا فِى اللّٰهِ- وِلَايَتْ- صَفَاء- توبه তাসাউফ শব্দটি- চারিটি শব্দের প্রথম বর্ণ ت ص و فا নিয়ে تصوف শব্দটির উৎপত্তি। এখন এই শব্দ চতুষ্টয়ের বিশ্লেষণ দেখুন।

(১) تَوْبَه (তওবাহ) গুনাহ বা পাপ করে অনুশোচনা করত: আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা দুই প্রকার- জাহেরী ও বাতেনী। প্রকাশ্যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে যাবতীয় নাজায়েয কাজ করা হতে বিরত রেখে কাজ ও কথায় আল্লাহর আদেশ নিষেধ যথাযথ ভাবে পালন করা জাহেরী তওবাহ। আবার অন্তঃকরণ পাপ শুন্য রেখে অর্থাৎ অন্তরে পাপের কোন প্রকার ধ্যান ধারণা না করে আল্লাহর দিকে সর্বান্তকরণে ধাবিত হওয়া বাতেনী তওবাহ। এই অবস্থায় পাপ কাজও পূণ্যের কাজে পরিবর্তিত হয়ে ت মাকামের পূর্ণতা লাভ করে।

(২) صَفَاء (সাফা) শব্দ হতে ص বর্ণ লওয়া হয়েছে। সাফা অর্থ পবিত্রতা। পবিত্রতা দুই প্রকার- জাহেরী বাতেনী। অত্যাধিক পানাহার, নিদ্রা এবং অযথা বাক্যালাপ করা হতে বিরত থাকা জাহেরী সাফা। জীবিকা অর্জন, স্ত্রী সঙ্গম, সন্তান সন্তুতি ও আপন জনের প্রতি বেশী আসক্তি না থাকা বাতেনী সাফা।

(৩) وِلَايَتْ শব্দের প্রথম বর্ণ و লওয়া হইয়াছে। বেলায়েতের অর্থ পবিত্রতায় সুসজ্জিত থাকা। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআন মজীদে বলেন ঃ

أَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ-

অনন্তর স্বরণ রেখো আল্লাহর ওলী সম্প্রদায় নির্ভয় এবং নিশ্চিত। তাদের জন্য পার্থিব জীবনে শান্তি এবং পরকালের মুক্তির সুসংবাদ রয়েছে।

বেলায়েতের পরিণতি হল আল্লাহর গুণাবলী দ্বারা গুণান্বিত হওয়া। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহর চরিত্রে চারিত্রবান হও।

(৪) فَنَا فِى اللّٰه শব্দের প্রথম বর্ণ تَصَوُّف শব্দের শেষ বর্ণ। ফানা ফিল্লাহ শব্দের অর্থ স্বীয় সত্বাকে আল্লাহতে বিলীন করে দেয়া, আল্লাহর প্রেমে ফানা হয়ে যাওয়া। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, একাকী হও, আমার নিকট পৌছ। অর্থাৎ মানবীয় গুণাবলী বিসর্জন দেয়ার পরই পরম জনের সাথে নিভৃত মিলন হতে

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

পারে, ফলে আল্লাহুর গুণে গুণান্বিত হয়ে সেই অবিনশ্বর জগতে চিরঞ্জীবই হয়ে থাকবে। যেমন- হাদিসে আছে, আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও।

প্রেম দুই প্রকার। (১) এশকে মেযাজী (জাগতিক প্রেম) (২) এশকে হাকীকী (ঐশ্বরিক প্রেম বা পরম প্রেম) পরম প্রেমময় আল্লাহ তাআলার প্রেমে প্রেমিকের আমিত্ববোধ হারিয়ে ফেলাকেই অজ্দ বলা হয়।

এ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

"যার হৃদয়ে প্রেমের আতিশয্যে আত্মবিহলতা আসে না; তার জীবন নেই, সে নির্জীব।"

এ সম্পর্কে মহাত্মা পীরানে পীর দস্তগীর গাউসুল সাকালাইন মহিউদ্দীন আব্দুল কাদের জিলান (রাঃ) তাঁর রচিত জগৎ বিখ্যাত গ্রন্থ "সিররুল আসরার শরীফের" মধ্যে [illegible] হাদিস উল্লেখ করেছেন যে,

اَلسِّمَاءُ لِقَوْمٍ فَرْضٌ وَلِقَوْمٍ سُنَّةٌ وَلِقَوْمٍ بِدْعَةٌ وَالْفَرْضُ لِلْخَوَاصِ وَالسُّنَّةُ لِلْمُحِبِّيْنَ وَالْبِدْعَةُ لِلْغَافِلِيْنَ-

অর্থাৎ- আল্লাহর প্রেমে স্পন্দিত গীতি (সামা) কারো জন্য ফরয, কারো জন্য সুন্নত, কারো জন্য বেদআত। বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য ফরয, প্রেমিকের জন্য সুন্নত এবং গাফেল বা অজ্ঞদের জন্য বেদআত বা নিষিদ্ধ।

তাকওয়া

তাকওয়া ও আত্মসুদ্ধি ছাড়া পরকালের সৌভাগ্য লাভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাকওয়া অর্থ অন্তরকে যাবতীয় জাগতিক মোহ থেকে মুক্ত রাখা এবং নশ্বর পৃথিবীর সমস্ত আসক্তি পরিত্যাগ করে স্থায়ী গন্তব্যস্থলের জন্য প্রস্তুত হওয়া। শুধু তাই নয়, পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও উদ্দীপনার সাথে আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হওয়া। কিন্তু এ স্তরে পৌছা সহজ সাধ্য নয়। এ জন্য সুখ ও সমৃদ্ধিকে ত্যাগ করতে হয়, মুছে ফেলতে হয় মন থেকে ধন সম্পদের বদাসক্তিকেও আর মুক্ত রাখতে হয় অন্তরকে যাবতীয় পার্থিব মোহ ও কামনা থেকে।

যতক্ষণ পর্যন্ত আমিত্ব কারো মধ্যে বিদ্যমান থাকবে ততক্ষণ সে খোদার

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দর্শন লাভ করা হতে বঞ্চিত থাকবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, "যার হাত ও জিহবা হতে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ থাকে এবং যার জিহবাকে বাহুল্য কথাবার্তা হতে সংযত করতে পেরেছে সে-ই যথার্থ মুসলমান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, "নফসের বিরোধিতা করাই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ জেহাদ।" (আল-হাদিস)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, যে নির্বাক নিশ্চুপ রয়েছে, সে-ই মুক্তি পেয়েছে। (আল-হাদিস)।

পরকাল আকাঙ্খীদের জন্য এই পৃথিবী হারাম আর দুনিয়া দারের জন্য আখেরাত হারাম। (এখানে হারাম অর্থ কাম্য নয়) আবার আল্লাহর বন্ধুদের জন্য ইহকাল ও পরকাল উভয়ই হারাম, অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত কেহ ইহকার পরকালের সুখ শান্তি এবং আশা আকাংখাকে বিসর্জন দিতে না পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত কেহ আল্লাহর নৈকট্য লাভে সক্ষম হবে না।

মহাত্মা শেখ সাদী (রহঃ) তাঁর জগৎ বিখ্যাত গুলিস্তাঁ নামক কিতাবে বলেছেন,

সাধনায় চেষ্টা কর, পার যাহা খুশী
টুপি, পাগড়ী, আলখেল্লায় হয় না দরবেশী।
দুনিয়ার লোভ মোহ কর পরিহার।
বিলাসিতা পরিহারে নাহি দরকার।
যুদ্ধের পোশাক পরা বীরকেই সাজে।
বর্মপরা নপুংষক লাগে কোন্ কাজে।

পবিত্রতা

পাক-পবিত্রতা দুই প্রকার (১) জাহেরী বা প্রকাশ্য পবিত্রতা, ইহা শরীয়ত অনুযায়ী পানি দ্বারা অর্জিত হয়। (২) বাতেনী বা আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা, ইহা হল গুনাহ ও তালকীন দ্বারা অন্তকরণ পরিষ্কার করা। শরীর হতে অপবিত্র কিছু বের হলে শরীয়ত মোতাবেক অযু নষ্ট হয়ে যায় এবং পানি দ্বারা বিশেষ অঙ্গাবলী ধৌত করলে পুনরায় অযু হয় এবং অযু করা ওয়াজিব।

অহংকার, আত্মগর্ব, ঈর্ষা, শত্রুতা, পরনিন্দা, মিথ্যা দোষারোপ, মিথ্যা বলা, কাহারো মনে কষ্ট দেয়া, অপরকে হক থেকে বঞ্চিত করা ইত্যাদি খারাপ অভ্যাস

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এবং চোখ, কান, হাত, পা ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা কুকর্ম করলে বাতেনী বা আভ্যন্তরীণ অযু বা পবিত্রতা ভঙ্গ হয়। সুতরাং এই দু'প্রকার পবিত্রতা একত্রে হাসিল হলেই তখন প্রকৃত পবিত্রতা অর্জন সম্ভব হয়।

যেমন কেহ প্রকাশ্য নাপাকী নিয়ে বাদশাহর দরবারে ঢুকতে পারে না। ঠিক তেমনি ভাবে বাতেনী নাপাকী নিয়ে রাজাধিরাজ আল্লাহ তায়ালার দরবারেও প্রবেশ করা যায় না। মানুষের নফস, কু-প্রবৃত্তি, আমিত্ব বা অহমিকা ইত্যাদি হচ্ছে বাতেনী নাপাকী।

পীরানে পীর দস্তগীর গাউসুস সাকালাইন মহিউদ্দিন আব্দুর কাদের জিলানী (রঃ) বলেছেন– তরীকার অন্তর্ভূক্ত হও। এই আধ্যাত্মিক কাফেলা গুলোর সাহায্যে ও সহায়তায় তোমার মহান প্রতিপালকের দিকে অগ্রসর হও। অতি শীঘ্রই তরীকা বন্দ হয়ে যাবে। নচেৎ সেই অমরধামে পৌছার মত সাহায্যকারী আর কেহ অবশিষ্ট থাকবে না।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আল্লাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন মুমিন বান্দাকে কষ্ট দেয়া ১৫ বার বাইতুল মামুর ও কাবা শরীফ ভেঙ্গে ফেলার চেয়েও বড় গুনাহ। (আল-হাদীস, আল-ফাতহুর রাব্বানী)

মহাত্মা শেখ সাদী (রহঃ) তার জগৎ বিখ্যাত গুলিস্তাঁ কিতাবে বলেছেন ঃ

লোভী মন, বাহিরেতে দীনদারী বেশ
দুনিয়ার দাস তারা, নহে দরবেশ।

মহাত্মা শেখ সাদী (রহঃ) তার জগৎ বিখ্যাত গুলিস্তাঁ কিতাবে আরও চমৎকার বলেছেন ঃ

অন্যায় আমল থেকে পাক রাখ দেল
কাজে না আসবে তব তসবীহ ও আলখেল।
সুফীদের গুণগুলি কর এখতিয়ার।
পোশাকের প্রয়োজন রবে না তোমার।

ফকীর

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

مُحَبَّتِىْ مَحَبَّتِ الْفُقَرَاءِ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমার প্রেম ফকীরদের প্রেম। আর্থাৎ আমি ফকীরদিগকে মহব্বত করি অথবা যে ফকীরদের সাথে প্রেম-প্রীতি রাখে আমি তাকে ভালবাসি।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন– ফকীরীই আমার গৌরব। ফকীর শব্দের অর্থ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক যাবতীয় কিছুর আশা আকাংখা পরিত্যাগ করতঃ আল্লাহর প্রতি সর্বান্তকরনে ও একাগ্রতার সাথে নির্ভরশীল হওয়া এবং তারই মুখাপেক্ষী হওয়া। স্বীয় অস্তিত্বকে বিলীন করে আল্লাহর মধ্যে বিলীন বা ফানা হয়ে যাওয়া, স্বীয় সত্বাকে আল্লাহর সত্বার মধ্যে বিলীন করে দেয়া। এই প্রকার ফানা যখন পূর্ণতায় পৌছে তখন আল্লাহ এবং তাহার মধ্যে কোন প্রকার অন্তরায় থাকে না। আল্লাহ তাআলা হাদীসে কুদসীতে বলেন– সমস্ত ভুমন্ডল এবং নভোমন্ডল আমার স্থান সংকুলান হয় না কিন্তু আমার মোমেন বান্দার কলবে আমার স্থানের অভাব হয় না। এখানে মোমেন বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে ব্যক্তি মানবীয় যাবতীয় প্রবৃত্তি ও কামনার বস্তু হতে স্বীয় অন্তঃকরনকে পবিত্র রাখে এবং সেই অন্তঃকরনকে তার জ্যোতিময় নূর দ্বারা জ্যোতিময় করে তাদেরই মোমেন বলা হয়।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

বালা মুছিবত, অভাব অনটন নবী ও ওলীদের নিত্য সঙ্গী। তেমনি যারা তাদের অনুসারী, তাদেরও সঙ্গী।

বায়াত

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান–

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

(সূরা ফাত্হ, রুকু ঃ১)

অর্থাৎ যারা আপনার বায়আত গ্রহণ করে তারা তো আল্লাহরই বায়আত গ্রহণ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে।

এই আয়াত শরীফে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর সবিশেষ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রশংসা করা হয়েছে। এতে বায়আতে রিদওয়ানের ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে।

যখন হযরত উসমান (রাঃ) এর শহীদ হওয়ার গুজুব মুসলমানদের মাঝে রটে গেল, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের থেকে জিহাদের বায়আত গ্রহণ করলেন, সকলেই একে একে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র হাত মুবারকের উপর আপন আপন হাত রেখে জিহাদের বায়আত গ্রহণ করলেন। তারপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম স্বীয় বামহস্ত মুবারকের প্রতি ইশারা করে বললেন, এটি হযরত উসমান (রাঃ) এর হাত। আর ডান হাত মুবারকের দিকে ইশারা করে বললেন, এটি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর হাত। আর আমি স্বয়ং আমার হাতে হযরত উসমান (রাঃ) এর বায়আত গ্রহণ করছি।

উক্ত আয়াতখানা হতে তিনটি মাসয়ালা প্রমাণিত হয়।

প্রথমত ঃ আল্লাহর মহান দরবারে তার পিয়ারা মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর ঐ মহান নৈকট্য রয়েছে যে, মাহবুব আলাইহিস সালাম এর আনুগত্য এবং বায়আত আল্লাহরই আনুগত্য এবং বায়আত আর তাঁর হাত মুবারক মূলতঃ আল্লাহরই কুদরতীর হাত মুবারক।

দ্বিতীয়ত ঃ এ মহান মর্যাদায় উন্নীত হওয়ার পর একজন বান্দা আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত কোন কাজের ব্যাপারেও এ দাবী করতে পারে যে, এ কাজ আমিও করতে পারি, অথবা এমনও বলতে পারে যে, গোটা আলম আমার কর্তৃত্বাধীন। যেমন ঃ হযরত জিব্রাইল (আঃ) হযরত মরিয়ম (আঃ) কে বললেন– আমি আপনাকে সন্তান দেব। হযরত ঈসা (আঃ) দাবী করলেন, আমি মৃতকে জীবিত করতে পারি, অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করতে পারি। তাঁদের এ জাতীয় দাবী তারা মূলতঃ আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা এবং মেহেরবানীর উপর ভরসা এবং গর্ব করেই বলেন, যেমনিভাবে পুত্র পিতার সম্পদকে স্বীয় সম্পদ বলে দাবী করে থাকে।

নমরূদ আল্লাহর প্রতিপক্ষ হয়ে দাবি করেছিল – أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ

অর্থাৎ আমি মারতে পারি, জীবিত করতে পারি, এ দাবীর কারণে যে মরদুদ হয়ে গেল অথচ হযরত ঈসা (আঃ) أُحْيِي الْمَوْتَى আমি মৃতকে জীবিত করতে পারি দাবি করে আল্লাহর পিয়ারা হলেন। কেননা এ দুয়ের দাবীতে বিস্তর ব্যবধান

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রয়েছে। যেমন– কোন ডাকাত যদি বলে, আমি তোমাকে মেরে ফেলতে পারি, এমতাবস্থায় ডাকাত দোষী আর প্রধান উজির যদি কাউকে বলে আমি তোমাকে ফাঁসি দিতে পারি, তাহলে সেটা দোষ নয়।

তৃতীয় ঃ এ আয়াত খানা দ্বারা এও বুঝা গেল যে, বায়আত জরুরী এবং সুন্নাত।

আল্লাহর সকল বান্দাই মিছাকের দিবসে বায়আত করেছিল। যে-ই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর দরবারে আসত, বায়আত গ্রহণ করতো, যাকে বায়আতে ইসলাম বলা হয়। আর হুদায়বিয়ার বায়আতকে বায়আতে জিহাদ বলা হয়। অনেক সময় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বিশেষ বিষেশ বিষয়েও সাহাবাগণ হতে বায়আত নিতেন। যেমন কারও হতে এ মর্মে বায়আত নিয়েছেন যে, সে কারও কাছে হাত পাতবে না।

বায়আতের মর্ম কথা হচ্ছে, আল্লাহর প্রতিনিধির হাতে আল্লাহরই সাথে এ মর্মে ওয়াদা করা যে, আমি কৃতজ্ঞ বান্দা থাকবো এবং এতে সে স্বীয় পীরকে (আল্লাহর ওলী) জিম্মাদার নির্ধারণ করে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পর খুলাফায়ে রাশেদীন বায়আতে খেলাফতও এবং বায়আতে ইবাদত অর্থাৎ মুরিদ হওয়ার বায়আত নিতেন, আর এ জন্যই তখন পীর মশায়েখগণের বায়আতের প্রচলন ছিল না। কেননা সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) ফারুকে আজম (রাঃ) এবং অন্যান্য খলীফাগণ নিজেই শায়খ বা মুরশিদ ছিলেন এবং যেহেতু এটি বায়আত খিলাফতও ছিল, যেহেতু প্রত্যক খলীফার হাতেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বায়আত গ্রহণ করতে হতো।

এরপর যখন খিলাফতে রাশেদার জামানা অতীত হয়ে গেল, আর রাষ্ট্র ব্যবস্থায় খিলাফতের স্থানে সুলতানাত স্থান পেল, তখন হুকুমতের বায়আত মুসলিম বাদশাহদের কাছেই হতো, কিন্তু তরিকতের বায়আত মাশায়েখদের নিকট হতে লাগলো। মুরিদ অর্থ যিনি ইচ্ছা করেন। যেহেতু এরাও আল্লাহর সন্তুষ্টির ইচ্ছেই করেন, সেহেতু এদেরকে মুরিদ বলা হয়। এই শব্দটি কুরআন মজীদের এই আয়াত হতেই নেয়া হয়েছে–

يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়। আর তারাই কৃতকার্য।

মছনবী শরীফে আছে–

ভাল ভাবে পীর ধর। কেননা পীর ব্যতিরেকে এই সফর ভয়-ভীতি পূর্ণ এবং বিপদসঙ্কুল।

যার পীর নেই শয়তান তার পীর (খারফুতী শরীফ)

মুর্শিদের (পীর বা ওলী) মধ্যে চারটি বৈশিষ্ট দেখতে হবে। প্রথমত ঃ তাঁর আকীদা দুরুস্ত হতে হবে। দ্বিতীয়ত ঃ জাহেল হতে পারবে না তৃতীয় ঃ ফাসিক, ফাজির হতে পারবে না। চতুর্থত ঃ তার শাজরা প্রিয় নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সঠিকভাবে পৌছতে হবে।

সূফীবাদ

সূফীবাদ নিছক জ্ঞান বা দর্শনের পথ নয় বরং এটা জ্ঞান সাধনার সমন্বিত পথ। এর সার কথা এই যে, প্রবৃত্তির যাবতীয় দুর্জয় আক্রমণকে প্রতিহত করতে হবে, মনকে সম্পূর্ণ রূপে বিকার ও দোষমুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করতে হবে এবং আল্লাহর ধ্যান ও স্মরণের মাধ্যমে আত্মাকে সুন্দর ও সুষমামন্ডিত করার চেষ্টা করতে হবে।

পরম সত্ত্বাকে জানার জন্য মানুষের আকাংখা অনন্তকালের। তাই মানুষ যুগে যুগে এই পরম সত্ত্বাকে আবিষ্কার করেছে এবং তার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করেছে। পরম সত্ত্বাকে জানার এই প্রয়াসকেই বলা হয় সূফীবাদ।

অন্তর প্রত্যক্ষের সাহায্যে সূফীরা পরম সত্ত্বার জ্ঞান লাভ করেন। তাঁদের মতে আল্লাহই একমাত্র পরম সত্ত্বা এবং অন্য সব কিছুই আল্লাহর অভিব্যক্তি। আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক প্রেমের। আল্লাহ মানুষের হৃদয়ের বস্তু। মানুষের হৃদয়ই আল্লাহর আসন। সূফী সাধকগণ আত্মার প্রেমানুভূতির মধ্যে স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে একাকার করে ফেলেন এবং এর মধ্যে পরম সত্ত্বার জ্ঞান লাভ করেন। কিন্তু এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া খুব কষ্টের ব্যাপার। সূফী সাধকদের যাত্রাপথ দীর্ঘ। তাঁরা আত্মার উন্নতির জন্য বিভিন্ন সাধনা পদ্ধতি অবলম্বণ করে থাকেন। তারা পরমাত্মার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সঙ্গে জীবাত্মার গোপন প্রেমকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। এই সকল পর্যায় বা পথের মধ্যে দিয়ে সূফী সাধকরা আত্মার বিকাশ সাধন করেন এবং জীবনের ইপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হন। নিম্নে সূফী সাধকদের যাত্রাপথ পরিক্রমার বর্ণনা দেওয়া হল ঃ

শরীয়ত

শরীয়ত হল সূফী সাধকের দীর্ঘ পথ পরিক্রমার প্রথম স্তর। শরীয়ত ইসলামী জীবন ধারণ সম্পকীয় বিধি-বিধানসমূহ আলোচনা করে। এই স্তরে প্রত্যেক সূফীকে ইসলামের মৌলিক অনুশাসন গুলিকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। কালেমা, নামায, রোজা, হজ্ব, যাকাত প্রভৃতি মৌলিক অনুশাসনগুলির নিগূঢ় তাৎপর্য উপলব্দি করে সেই অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তোলার সাধনাই শরীয়ত পর্যায়ে সূফীর কাজ। শরীয়ত পালনের মাধ্যমে সূফী তাঁর প্রবৃত্তি সমূহ নিয়ন্ত্রিত করেন।

তরিকত

শরীয়তের নিয়মকানুন যথাযথ পালনের পরই সূফী সাধকের জন্য আসে তরীকতের পর্যায় বা স্তর। তরীকত শরীয়ত অপেক্ষা উচ্চতর স্তর। এই স্তরে সূফী সাধক পীর বা ওলীর সাহায্য গ্রহণ করেন এবং পীর মুর্শীদের (ওলীর) নিকট পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার (বায়াত) করেন। পীর হচ্ছে সূফীর আধ্যাত্মিক গুরু। সূফী শরীয়তের সমস্ত আদেশ নিষেধ পালনের সঙ্গে পীরের নিদের্শাবলী মেনে চলেন। এই স্তরে সূফী যদি প্রকৃত নিষ্ঠার পরিচয় দিতে সক্ষম হন তাহলে আধ্যাত্মিক গুরু (পীর-ওলী) তাঁকে সূফীবাদে প্রবেশ করার অনুমতি দেন। এরপর হতেই সূফীকে সম্পূর্ণ রূপে তাঁর পীরের অনুগত হয়ে চলতে হয়। তাই এই স্তরকে "ফানায়ে শেখ" বা পীরের মধ্যে বিলীন বলা হয়।

মারেফাত

এই স্তরে সূফী সাধকের হৃদয় আধ্যাত্মিক আলোকে আলোকিত হয়। এ স্তরে জগত জীবনের গুপ্ত রহস্য সূফী সাধকের নিকট উন্মেচিত হয়। সূফীর হৃদয়ের কাছে আল্লাহর অপার মহিমার দূয়ার খুলে যায়। এ স্তরে আল্লাহ সূফী সাধকের হৃদয়

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সর্গীয় জ্ঞানের আলোকে দীপ্ত করে তুলেন। এখানে তিনি আল্লাহর মহিমা ছাড়া আর কিছু উপলব্দি করতে পারেন না। এখানে সূফী সাধক আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণ নিবেদিত।

হাকীকত

এই পর্যায়ে সূফী সাধক তাঁর সাধনার লক্ষ্যে এসে পৌছেন। পূর্বের তিনটি স্তরে সূফী অনন্ত অসীমের সঙ্গে মিলনের যে কষ্টকর সাধনা করলেন হাকীকতে এসে তাঁর পূর্ণ পরিণত ঘটল। এই স্তরে সূফী সাধক অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা জগতের প্রকৃত রহস্যকে উদ্‌ঘাটন করেন। এই স্তরকে "ফানা ফিল্লাহ" ও (আল্লাহ্‌র মধ্যে সমাহিত) বলা হয়। সূফী তখন নিজের স্বতন্ত্র সত্ত্বাকে বিসর্জন দিয়ে সমস্ত সত্যের উৎস মহান আল্লাহর সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে যান।

এর পরই সূফী "বাকা বিল্লাহ" স্তরে উপনীত হয়ে যান।

একমাত্র সূফী মন্ডলীই আল্লাহর একনিষ্ঠ সাধক। তাঁদের নৈতিক চরিত্র মানবকুল শ্রেষ্ঠ। জীবনধারা অতি স্বচ্ছ এবং তারা নিখুঁত ও উন্নততর নৈতিকতার অধিকারী। তাঁদের নৈতিকতা ও চরিত্র এতই বলিষ্ঠ উচ্চমানের যে, সমস্ত দর্শন বিজ্ঞান ও শরীয়ত বেত্তাদের যাবতীয় জ্ঞান গরিমার সমন্বয় করেও এর মোকাবেলা করা যাবে না। অনুরূপ বলিষ্ঠ চরিত্র কাঠামো রচনা করা সম্ভব পর হবে না। কারণ আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক নির্বিশেষে তাঁদের প্রত্যেকটি কাজ নূরে নবুয়তের দ্বারা স্নাত।

আধ্যাত্মিকবাদ বা সূফীবাদ এর মৌল উপাদান দুটি– আল্লাহর উপর নিবিষ্ঠতা ও সনিষ্ঠ মানব সেবা। আল্লাহর প্রতি অকপট এবং মানুষের কল্যাণে আত্মনিবেদিত ব্যক্তিই সূফী। আল্লাহর অকপট হওয়া বা নিবিষ্টতা অর্থ তারই নিদের্শানুসারণে সকল প্রকার প্রবৃত্তি পূজা ত্যাগ করা। আর মানব সেবা অর্থ ইসলামের মূলনীতি বিরোধী নয় এমন সব ক্ষেত্রে অন্যের প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজনের উর্ধে স্থান দেয়া। ইসলাম বিরোধী কাজে লিপ্ত ব্যক্তি সূফী নয়। যদি সে তা দাবী করে, সে জঘণ্য মিথ্যাবাদী। শরীয়তকে (Violate) লঙ্ঘন করে কেউ যদি স্বর্ণের জুতা পরেও আকাশে উড়ে চলে, তবুও সে মিথ্যাবাদী প্রতারক, সে সূফী নামের অযোগ্য।

পরিশেষে সম্মানিত পাঠকদের কাছে আমার একটিই অনুরোধ যদি আপনারা আমার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এই কিতাব থেকে সামান্যও উপকৃত হয়ে থাকেন তবে আপনারা আপনাদের দোয়ার মধ্যে এই গুনাহগারকেও একটু শরীক রাখবেন যাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর গোলাম হিসাবে আমাকে উভয় জগতে কবুল করেন। আমিন।

ইসলামী আকিদা

আকিদা হচ্ছে ধর্মের মূল ভিত্তি। আকিদা বিশুদ্ধ না হলে কোন আমলই কাজে আসবেনা। বর্তমানে অনেক ছদ্মবেশী নামধারী মুসলমান বের হয়েছে, যারা নিজেদেরকে আলেম, পীর বলে দাবী করে। আসলে ইসলামের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। অনেক অজ্ঞ মুসলমান তাদের ধোঁকায় পড়ে ধর্মচ্যুত হচ্ছে। তাই প্রত্যেক মুসলমানের আকিদাগত জ্ঞান অর্জন করা দরকার, যাতে কেউ ধোঁকা দিতে না পারে। যখনই জানতে পারবেন আপনার ইমাম, পীর এর আকিদা খারাপ তখনই তাদের ত্যাগ করবেন। যদি ত্যাগ না করে নানা বাহানা তালাশ করেন তবে পরকালে কঠিন বিপদের সম্মূখীন হবেন। যাদের আকিদা কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, তারা চির জাহান্নামী হয়ে যাবে।

আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাজত করুন। আমিন

আকিদা নং-১। আল্লাহ এক।

আকিদা নং-২। তাঁহার কোন অংশীদার বা সমকক্ষ কিছুই নাই।

আকিদা নং-৩। তাঁহার অস্তিত্বের কোন আরম্ভ ও শেষ নাই।

আকিদা নং-৪। তাঁহার অস্তিত্বের কোন বিলীন হইবে না।

আকিদা নং-৫। তিনি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করিয়া ইহার অস্তিত্ব দেন।

আকিদা নং-৬। আল্লাহ নূর।

আকিদা নং-৭। তাহাকে পরিমাপ করা যায় না।

আকিদা নং-৮। তিনি উপরে নীচে অথবা এক পাশে নন।

আকিদা নং-৯। لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

সৃষ্টির মধ্যে শ্রষ্ঠার মত কোন কিছুই নেই। (সুরা আশুরা, আয়াত নং- ১১)

আকিদা নং-১০। তিনি আরশের উপর। ইহার অর্থ এই নয় যে, আরশ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাঁহাকে বহন করে। তাঁহার অনুগ্রহ ও অসীম ক্ষমতায় আরশের অস্তিত্ব আছে। তিনি আধ্যাত্মিক জগতে যে রূপ ছিলেন এখনও তাহাই আছেন। অনন্ত ভবিষ্যতে তিনি অনুরূপ থাকিবেন যেমন ছিলেন আরশ সৃষ্টির আগে। তাঁহার মধ্যে কোন পরিবর্তন নাই।

আকিদা নং-১১। তাঁহার কতগুলি বিশেষন বা ছিফাত আছে। তাঁহার বিশেষন গুলিকে ছিলাতে জাতী বলা হয়, যাহা ছয়টিঃ- আল-ওয়াজুদ (অস্তিত্ব), আল-কাইজাম (অতীতের ধ্যান জগতের আরম্ভের সীমা নেই।)

আল বাকা (ভবিষ্যতে ধ্যান জগতের সীমাহীন অস্তিত্ব) আল-ওয়াহদানিয়াত (প্রত্যেক সৃষ্টির প্রত্যেক দিক দিয়া বিসাদৃশ্য)

আল-কাইয়ুম-বিন- নামইহি (স্বয়ং অস্তিত্ব)

আকিদা নং-১২। তাঁহার গুণাবলী আটটি ঃ-

চির জীবিত, ইলম (সর্বজ্ঞানী) ছাম (মহা শ্রবণকারী) বাছার (সর্বদ্রষ্ঠা), কুদ্‌রা (সর্বশক্তিমান), ইরাদা (ইচ্ছা) কালাম (বাক্য), তকভীন (সৃজন ক্ষমতা)।

আকিদা নং-১৩। পর জীবনে এক ধরনের শক্তির অতীত উপায়ে আল্লাহকে দেখা যাইবে।

আকিদা নং-১৪। পরম সম্মানিত নবী হইলেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। তিনি শেষ নবী। তিনি প্রত্যেক [illegible]ক্তি, ধার্মিক অথবা অধার্মিক, পৃথিবীর প্রত্যেক জাতি ও জায়গার জন্য নবী হিস[illegible] প্রেরিত হইয়াছেন। তিনি মানবজাতি, ফেরেশতা জাতি ও জ্বীন-জাতির [illegible]। তিনি হায়াতুন্নবী।

আকিদা নং-১৫। নবীর তাযীম ফরজে আইন এবং সমস্ত ফরজে[illegible]। কোন নবীকে অবজ্ঞা করা বা অস্বীকার করা কুফরী।

আকিদা নং-১৬। সমস্ত নবী রাসুলগণ নিস্পাপ।

আকিদা নং-১৭। আল্লাহ তাআলা নবীদেরকে ইলমে গায়ব দান করেছে যাহাকে বলা হয় ইলমে গায়র আতায়ী। যে এই ইলমে গায়র আতায়ীকে অস্বিকার করবে সে কাফির। (সুরা জ্বীন, আয়াত নং ২৬-২৭)

আকিদা নং-১৮। আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজ নূর থেকে হযরত মুহাম্মদ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সৃষ্টি করেছেন এবং হুজুর আলাইহিস সাল্লাম এর নূর থেকে সমস্ত সৃষ্টি জগত সৃষ্টি করেছেন।

(আল-হাদীস ইমাম বায়হাক্বী এর দালায়েলুল নবুয়ত শরীফ)

আকিদা নং-২০। আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা বসে হুযুর আলাইহিস সালাম বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যত এর সব কিছু দেখেন ও শুনেন এবং যেথায় খুশী সেথায় যেতে পারেন, যাকে খুশি তাহাকে সাহায্য করতে পারেন।

আকিদা নং-২১। শির্ক ব্যতিত আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।

আকিদা নং-২২। ফিরিশতাগণ নূরের তৈরী। তাদের অস্তিত্ব অস্বিকার করা কুফরী।

আকিদা নং-২৩। জ্বীনকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের অস্তিত্বকে অস্বিকার করা কুফরী।

আকিদা নং-২৪। পরকালকে অস্বিকার করা কুফরী।

আকিদা নং-২৫। কিয়ামতের অস্বিকার কারী কাফের।

আকিদা নং-২৬। হিসাবের অস্বিকার কারী কাফের।

আকিদা নং-২৭। জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য। এর অস্বীকার কারী কাফের।

আকিদা নং-২৮। ঈমান হচ্ছে দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করা আর এর যে কোন একটার অস্বীকারকে কুফর বলা হয়, যদিওবা বাকী সব গুলো স্বীকার করে। (ফতওয়ায়ে শামী ৩য় খন্ড ৩৯১ পৃষ্ঠা)

আকিদা নং-২৯। সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমাণিত হালালকে হারাম বলা আর হারামকে হালাল বলা কুফরী। তবে শর্ত হলো যে, এ বলাটা দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কিত হতে হবে এবং অস্বীকারকারীদের এ কুফরী দলীল সম্পর্কে অবহিত হতে হবে।

আকিদা নং-৩০। হাশর কেবল রূহের উপর হবে না, বরং রূহ ও শরীর উভয়ের উপরেই হবে। যে বলে রূহ উঠবে, শরীর জীবিত হবে না, সেও কাফির।

আকিদা নং-৩১। কিয়ামত, পুনরুত্থান, হাশর, হিসাব, ছওয়াব, আযাব, বেহেশত, দোযখ ইত্যাদির অর্থ তা-ই, যা মুসলমানদের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে। যে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ব্যক্তি ও গুলোকে হক বলে স্বীকার করে কিন্তু ওগুলোর নতুন অর্থ করে যেমন ছওয়াব অর্থ নিজের নেক আসল সমূহ দেখে সন্তুষ্ট হওয়া এবং আযাব অর্থ নিজের বদ আমল দেখে পেরেশান হওয়া বা কেবল রূহের হাশর হওয়ার অভিমত ব্যক্ত করা, সে আসলে এ সব অস্বীকার কারী এবং এ ধরণের লোক নিঃসন্দেহে কাফির।

আকিদা নং-৩১। শিরক অর্থ খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে খোদা বা উপাস্য মনে করা।

আকিদা নং-৩২। কবীরা গুণাহকারী মুসলমান এবং সে বেহেশতে যাবে।

আকিদা নং-৩৩। রূহ অন্য শরীরে মানুষের হোক বা পশুর হোক চলে যায়। যাকে পুর্ণজন্ম বলা হয়। এ রকম ধারণা ভুল এবং একে বিশ্বাস করাটা কুফরী।

আকিদা নং-৩৪। তরীকত শরীয়তের বিপরীত নয়, এটা শরীয়তেরই বাতেনী অংশ। সূফী নামধারী কতেক মুর্ক ব্যক্তি বলে যে, শরীয়ত এক জিনিষ আর তরীকত এক জিনিষ। এ ধরণের ধারনা গোমরাহী মাত্র। এ ধরনের বাতিল ধারনার বশবর্তী হয়ে নিজেকে শরীয়াতের গন্ডী থেকে মুক্ত মনে করাটা সুস্পষ্ট কুফরী ও ধর্মদ্রোহীতা।

আকিদা নং-৩৫। ওলীগণের কারামত হক। এর অস্বীকার কারী পথভ্রষ্ট।

আকিদা নং-৩৬। আল্লাহর ওলীগণ জীবিত।

(সুরা বাকারা, আয়াত নং-১৫৪)

কতিপয় হামদ ও না'ত

হামদে খোদা

এই সুন্দর ফুল এই সুন্দর ফল
মিঠা নদীর পানি
খোদা! তোমার মেহেরবাণী
এই শস্য স্যামল ফসল ভরা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মাঠের ডালি খানি। ঐ
তুমি কতই দিলে রতন
ভাই বেরাদর পুত্র স্বজন
ক্ষুধা পেলেই অন্ন যোগাও
মানি চাই না মানি। ঐ
খোদা তোমার হুকুম তরক করি
আমি প্রতি পায়
তবু আলো দিয়ে বাতাস দিয়ে
বাঁচাও এ বান্দায়। ঐ
শ্রেষ্ঠ নবী দিলে মোরে
তরিয়ে নিতে রোজ হাশরে
পথ না ভুলি তাইতো দিলে
পাক কোরানের বাণী
খোদা! তোমার মেহেরবাণী। ঐ

নাতে রাসূল

নবী মোর পরশমণি

নবী মোর পরশমণি– নবী মোর সোনার খানি
নবী নাম জপে যে জন– সেইতো দু'জাহানের ধনী।
সে নামে মধু মাখা- সে নামে যাদু রাখা
সে নামে আশেক হইল– মাওলা আমার কাদের গণী। ঐ
নবী মোর নূরে খোদা– তাঁর তরে সকল পয়দা
আদমের কলবেতে– তাঁরই নূরের রওশনী

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সে নামে সুর ধরিয়া– পাখী যায় গান করিয়া
সে নামে আকুল হয়ে– ফুল ফুটে সোনার বরণী। ঐ
চাঁদ সুরুজ গ্রহ তাঁরা–তারই নূরের ইশারা
নইলে যে অন্ধকারে– ডুবিত এই ধরণী।
নিদানে আখেরাতে– তরাইতে পুলছেরাতে
কান্ডারী হইয়া নবী– পার করিবেন সেই তরণী। ঐ

জীবনে হবে কি আপনার দীদার

জীবনে হবে কি আপনার দীদার– ইয়া রাসুলল্লাহ
এই আশায় রয়েছি আমি গোনাহাগার– ইয়া রাসুলল্লাহ
জাহানের যে দিকে তাকাই– দরদী আরতো কেহ নাই
জানি যে আপনি রহমতেরই ভান্ডার– ইয়া রাসুলল্লাহ। ঐ
আপনারি জিয়ারতে যায়– হাজারো হাজী মদীনায়
এই গরীবেরও হন মদদগার– ইয়া রাসুলল্লাহ। ঐ
পেয়েছেন আপনাকে যিনি– পেয়েছেন খোদাকে তিনি
আপনি যে দোন আলমেরই সরদার– ইয়া রাসুলল্লাহ। ঐ

মোহাম্মদ নাম

মোহাম্মদ নাম যতই জপি– ততই মধুর লাগে
নামে এত মধু থাকে– কে জানিত আগে।
ঐ নামেরই মধু চাহি– মন ভোমরা বেড়ায় গাহি
আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি– ঐ নামের অনুরাগে। ঐ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ও নাম প্রাণের প্রিয়তম– জপি ও নাম মজনু সম
ঐ নামে পাপিয়া গাহে– প্রাণের কুসুম বাগে। ঐ
ঐ নামে মুছাফির রাহি– চায়না তখত শাহানশাহী
নিত্য ও নাম, ইয়া এলাহী– যেন হৃদে জাগে। ঐ

হাকিকত মে (উর্দু)

হাকিকত মে ও লুতফে

জিনদেগি পায়া নেহি কারতে (২)
জু ইয়াদে মুস্তফা ছে দিলকো
বেহলায়ে নেহি কারতে (২)
জবা পার সি কোয়ায়ে রণজো আলম
লায়া নেহি করতে (২)
নবীকে নাম লেওয়া গামছে
ঘাভরায়া নেহি কারতে (২)
ইয়ে দরবারে মুহাম্মদ হে,
ইহা মিলতা হে বে মাংগে দামান (২)
আরে নাদান ইহা দামান কো
ফায়লায়া নেহি কারতে (২)
ইয়ে হেঁ দরবার আকা কা
ইহা আপনো কা কিয়া কাহনা (২)
ইহা ছে হাত খালি গায়ের ভি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জায়া নেহি কারতে (২)
আরে ও না সামাজ! কুরবান হো জা
ইনকে রওজে পর (২)
ইয়ে লমহে জিন্দেগী মে বারবার
আয়া নেহি কারতে (২)
জো ইনকে দাওয়ানে রাহমাত হে
ও বাস্তা এর হামিদ (২)
কেসিকে ছামনে ও হাত ফায়লায়া
নেহি কারতে (২) ঐ

জামালে বে–মেছাল

লাম ইয়াতি নজী রুকা ফী নজরিন
মিছলে তুনা শুদ পয়দা জানা
জগ রাজ কো তাজতুরে ছারে ছো
হেঁ তুঝ কো শাহে দোসরা জানা
আল বাহরু আলা ওয়াল মওজু তগা
মনে বেকছ ও তৌফা খোশ ওরুবা
মানজদার মেঁ হোঁ বিগড়ী হেঁ হাওয়া
মুরী নাইয়া পার লাগা জানা। ঐ
ইয়া শামসু নজরতে ইলা লাইলী
ছুবে তৈয়বা রচি আরজে বকুনী

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তুরী জোত কি ঝল-ঝল জগমে রচি
মোরি শব্‌নে নেদিন হোনা জানা। ঐ
লাকা বদরুন ফিল ওয়াজহিল আজমল
খত হালায়ে মা জুলফে আবরে আজল
তুরে চন্দন চন্দর পরওয়া কন্ডল
রহমত কি ভরণ বরছা জানা। ঐ
আনা ফি আতাশিন ওয়া ছাখাকা আতম
আয় গেইচুয়ে পাক আয় আবরে করম
বর্সণ হারে রিমঝিম, রিমঝিম
দো বুন্দ ইধর ভি ঘেরা জানা--- ঐ
আল কলব শজেও ওয়াল হামদু সুজন
দিল জারে চুনা জা জেরে চুনো
পথ আপনি বিফথ মে কাছে কহোঁ
মোরা কৌনহে তেরে ছেওয়া জানা। ঐ
বচ খামায়ে খামে নওয়ায়ে রেজা
নইয়ে তরজ মেরী নইয়ে রংগ মেরা
এরশাদে আহবান নাতেক থা
নাছার ইছরাহ পড়া জানা ---- ঐ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হামারা নবী (উর্দু)

সবছে আওলা ও আলা হামারা নবী
সবছে বালা ও আলা হামারা নবী
আপনে মাওলা কা পেয়ারা হামারা নবী
দোনো আলমকা দুলহা হামারা নবী
বজমে আখির কা শাময়া ফিরোজ হুয়া
নূরে আউয়ালকা জলওয়া হামারা নবী
জিছকো ছায়া হ্যায় আরশে খোদা পর জুলুছ
হেঁ ওহ সুলতানে ওয়ালা হামারা নবী
বুজ গেয়ী জিছকে আগে সবহী মাশ আলী
শাময়া ওহ লেকর আয়া হামারা নবী
খালক ছে আওলিয়া আওলিয়া ছে রাসূল
আওর রুছুলোঁছে আলা হামারা নবী
মুলকে কাওনাইন মে আম্বিয়া তাজেদার
তাজেদারোঁ কা আকা হামারা নবী
কেয়া খবর কেতনে তারে খেলে ছোব গিয়ে
ফের নাডুবে নডুবা হামারা নবী
কোন দেতাহায় দেনেকো মুহ চাহিয়ে
দেনে ওয়ালাহে সাচ্ছা হামারা নবী

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শানে গাউসুল আজম (উর্দু)

আপনি জালওয়া ইসি সব দেখা দো
গাউসুল আজম
জালিও পার নিগাহে জামিহে (২)
গাউসুর আজম হো গাউসুল ওয়ারা হো
নূর হো নূরে সাল্লেআলা হো
কেয়া বয়ান আপকা মরতবা হো
দাস্তেগির হো মুশকিল কুশা হো
আজ দিদার আপনা কারা দো। --ঐ
সিদ্দাতে গামছে ঘাবরা গায়া হো
আব তো জিনেসে তাঙ্গ আগায়া হো
হার তার আপ আপকো ঢুন্ডতা হো।
আওর এক এক ছে ইয়ে পুছতা হো
কোয়ি পয়গাম হো তো শুনা দো মেরী লিয়ে। ---ঐ
জুন রাহি হে ও ফরিয়াদ মেরী
খাক হো গিনা বরবাদ মেরী
মাই কাহিভি মোরু সাহে জিঁলা
রহু পৌছিগি বাগদাদ মেরী
মুঝকো পার ওজ কে পার লাগা দো। ঐ
ওজদে মে আয়েগা সারা আলম

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জব পুকারেংগে ইয়া গাউসুল আজম
ও নিকাল আয়েংগে জালি ওমে
অর কাদমো পে গির জায়েংগে হাম
ফির কাহেংগে কে বিগরি বানাদো। --- ঐ
এক মুজরিম খাতাকার হু মাই
হার খাতাকা সাজা ওর হু মাই
মেরে চারোঁ তরফ হো আন্ধেরা
রৌশনী কা তলবগার হো মাই
এক দিয়া হি সামাজ কার জালা দো
গাউসুল আজম --- ঐ
হার ওলি আপকো জের পায়ে
হার আদা মোস্তফা কি আদা হে
আপনে দ্বীন জিন্দা কিয়া হে
ডুবতো কো সাহারা দিয়া হে
মেরী কিস্তী কিনারে লাগা দো --- ঐ
ফিকরে দেখো খেয়ালাত দেখো
ইয়ে আকিদা ইয়ে জাজবাত দেখো
মাঁই হোঁ কেয়া মেরি আউকাত দেখো
সামনে কেয়ছি হার জাত দেখো
এ আদিব আপনা সের আপ ঝুকা দো। ঐ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

সুবহে তাইয়্যেবাহ (উর্দু)

সুবহে তাইয়্যেবাহ মে হুয়ি বটতাহে বাড়া নূর কা
ছদকা লেনে নূরকা আয়াহে তারা নূর কা
বাগে তাইয়্যেবা মে ছোহানা ফুল ফুলা নূর কা
মছত বুহী বুলবুলি পড়তি হেঁ কলমা নূর কা। ঐ
মাই গদা তু বাদশা ভরদে পেয়ালা নূর কা
নূর দ্বীন দোনা তেরা দী ঢাল ছদকা নূর কা। ঐ
তাজে ওয়ালে দেখ কর তেরা আমামা নূর কা
ছার ঝুকাতে হেঁ এলাহী বুলবালা নূর কা। ঐ
শাময়ে দিল মিশকাত তন ছিনা জোজাকা নূর কা
তেরী ছুরত কে লিয়ে আয়াহে সূরা নূর কা। ঐ
তুহে ছায়া নূর কা, হার ওজবো টুকরা নূর কা
ছায়া কা ছায়া নহুতাছেন ছাড়ায়া নূর কা --- ঐ
তেরী নছলে পাক মে হার বাচ্ছা- বাচ্ছা নূর কা
তুনে আইনে নূরহে তেরা ছব গেরানা নূর কা --- ঐ
নূরকি সরকার ছে পায়া দু শালা নূর কা
হো মুবারক তুমকো জিন্নুরাইন জোড়া নূর কা। ঐ
কাফ, গেইছু হা দাহন, ইয়াই আবরু আখি আইন ছোয়াদ।
কাফ, হা, ইয়া, আইন, ছোয়াদ, উন কাহে চেহারা নূর কা।
আয় রেজায়ে আহমদে নূরী কা ফয়জে নূরহে
হুগায়ী মেরী গজল বড়কর কছীদা নূর কা। ঐ

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com